আমি তো তওবা করতে চাই কিন্তু!

মূলঃ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদঃ মুহা আবদুল্লাহ্ আল কাফী

أريد أن أتوب، ولكن!

تأليف الشيخ محمد صالح المنجد

ترجمة : محمد عبد الله الكافي

الداعية بـ

مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالجبيل

JUBAIL DA'WAH & GUIDANCE CENTER - KSA

03-3625500 1580 JUBAIL 31951

No. 44 الرقم:

بنغالي BENGALI

আমি তো তওবা করতে চাই কিন্তু..!

মূল: মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদ: মুহা: আবদুল্লাহ্ আল্ কাফী

সম্পাদনা: আখতারুল আমান আবদুস্ সালাম

أُرِيدُ أَنْ أَتُوبَ ولكنْ !

للشيخ محمد بن صالح المنجد

ترجمة: محمد عبد اللّه الكافي

مراجعة: أختر الأمان بن عبد السلام

الداعيين بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل

সূচীপত্র الفهرس

ا

সম্পাদকের বাণী

إن الحمد لله، نحمده، ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد:

আমি স্নেহাস্পদ শাইখ মুহাঃ আবদুল্লাহ্ আল কাফী কর্তৃক অনূদিত "আমি তো তওবা করতে চাই কিন্তু...!" পুস্তিকাটি খুঁটিয়ে পড়েছি। আরবী ভাষায় পুস্তিকাটি সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শাইখ মুহাম্মাদ ছালেহ আল মুনাজ্জিদ (হাফেযাহুল্লাহ্) কর্তৃক প্রণীত। বইটি অত্যন্ত মূল্যবান। মাশাআল্লাহ্ অনুবাদ খুব প্রাঞ্জল ভাষায় হয়েছে। অনুবাদক তার অনুবাদে স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন। আমি আশাবাদি যে, বইটি প্রকাশিত হলে বিদগ্ধ পাঠক সমাজ এর দ্বারা উপকৃত হবেন। আল্লাহ বইটির মূল লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, সম্পাদক ও পাঠক সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। তাদের জন্য এ পুস্তিকাটিকে পরকালের পাথেয় করে দিন ও সকলকে খাঁটি তওবাকারীদের অন্তর্ভূক্ত করুন। আমীন।।

আখতারুল আমান বিন আবদুস্ সালাম
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।
(অনুবাদক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ
জুবাইল দাওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার, সঊদী আরব।
প্রাক্তন শিক্ষক, আল মারকায আল ইসলামী আস্ সালাফী,
নওদা পাড়া, রাজশাহী। ও
প্রাক্তন সদস্য, ফতোয়া বোর্ড, মাসিক আত্ তাহরীক।)

অনুবাদকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা একনিষ্ঠভাবে সেই সুমহান করুণাময় আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত, যাঁর রহমতের দরিয়া ক্রোধকে পরাজিত করেছে, ফলে হাজারো পাপের বোঝা নিয়ে উপস্থিত হলেও তিনি বান্দাকে মাফ করে দেন এবং কবূল করেন তার তওবা। অতঃপর সর্বোত্তম দরূদ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সালাম নাযিল হোক মহানবী মুহাম্মাদ ﷺএর প্রতি, যিনি ছিলেন তাঁর পাপী-তাপী উম্মতের জন্য তওবার প্রতি পথ নির্দেশক। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম।

এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে, দুনিয়ার সকল মানুষ কোন না কোনভাবে পাপ-পঙ্কিলতায় জড়িয়ে পড়ে। বরং পাপকর্মে লিপ্ত হওয়াটাই তাদের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু এদের মধ্যে যারা তাৎক্ষণিক ভাবে নিজের অন্যায় উপলব্ধি করতে পারে, নিজেকে পবিত্র করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে যায় ও তওবা করে, তারাই প্রকৃতপক্ষে সফলকাম। তারাই সর্বোত্তম মানুষ। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

﴿إِنَّماَ التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهاَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ﴾

অর্থঃ "আল্লাহ্‌ তা'আলা তো সে সব ব্যক্তিদেরই তওবা কবূল করবেন, যারা মূর্খতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে; এরাই হলো সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করেন।" (সূরা নিসা- ১৭)

রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ বলেনঃ

(كُلُّ بَنِيْ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ)

অর্থঃ ‘‘সকল আদম সন্তানই ভুলকারী (পাপী), আর ভুলকারীদের (পাপীদের) মধ্যে তারাই উত্তম যারা তওবা করে।’’ (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

এই তওবার ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেকে তওবা শব্দ মুখে উচ্চারণ করাকেই যথেষ্ট মনে করে। আবার অনেকে বিশেষ আলেম, দরবেশ, পীর সাহেবের হাতে হাত রেখে বা কাপড় ধরে তওবা উপলক্ষে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে তাদের শেখানো কিছু শব্দ আওড়ানোকে খাঁটি তওবা হিসেবে গণ্য করে। আমাকেও কখনো কখনো এ ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হয়েছে। কেউ হয়তো বলেছে: ‘‘হুজুর আমাদেরকে তওবা করান।’’ কেউ বা বলেছে ‘‘হুজুর আপনার হাতে হাত রেখে তওবা করতে চাই।’’ কেউ হয়তো বলেছে: ‘‘আমি উমুক পাপ করেছি তওবা কিভাবে করব শিখিয়ে দিন’’...ইত্যাদি।

তাই প্রকৃত তওবা কি? তার শর্ত কতগুলো? তার পদ্ধতিই বা কিরূপ? এসকল প্রশ্নের জবাব নিয়ে “আমি তো তওবা করতে চাই কিন্তু...!” নামে এ বইটি রচনা করেছেন আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল মুনাজ্জিদ। বাংলাভাষী ভাই-বোনদের জন্য বইটি বিশেষ উপকারে আসবে- এ উদ্দেশ্যে তা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। বই হিসেবে এটি আমার প্রথম অনুবাদ। তাই তাতে ভুল-ভ্রান্তি থাকা অতি স্বাভাবিক। অভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাদের মূল্যবান পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে ইনশাআল্লাহ্।

বইটি অনুবাদ করতে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি বিশেষভাবে মুহতারাম শায়খ আখতারুল আমান সাহেবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ্ তাদের উত্তম পারিতোষিক প্রদান করুন এবং সেই সাথে বইটির মূল লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রণকারী সবাইকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। আমীন॥

আল্লাহ্ আমাদের এ শ্রমকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য কবূল করুন এবং আমাদের সবাইকে এ থেকে উপকৃত হয়ে বিশুদ্ধ তওবা কারীদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার তাওফীক প্রদানে ধন্য করুন। আমীন॥

আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থী,
মুহাঃ আবদুল্লাহ্ আল কাফী
(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়)
জুবাইল দাওয়া এন্ড গাইডেন্স সেন্টার
পোঃ বক্স নং- ১৫৮০, ফোনঃ ০৩-৩৬২৫৫০০ এক্সঃ ১০১১
সঊদী আরব।
Email: mohdkafi12@hotmail.com

গ্রন্থকারের মুখবন্ধ

যাবতীয় প্রশংসা এক আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। আমরা তাঁর গুণকীর্তন করছি ও তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছি। তিনি যাকে পথ দেখান তাকে কেউ বিভ্রান্তকারী নেই। আর যাকে তিনি বিপথগামী করেন তার কোন হেদায়াতকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দাদের নির্দেশ দিচ্ছেন- তারা যেন তওবা করে। তিনি বলেনঃ

﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা নূর-৩১)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। ১- **তওবা কারী বা অনুতাপী**, ২- **অত্যাচারী**। এ ছাড়া তৃতীয় কোন ভাগ নেই। আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾

"আর যারা তওবা করেনা তারাই অত্যাচারী।" (সূরা হুজুরাত-১১)

বর্তমানে আমরা এমন যুগ অতিক্রম করছি যখন অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর দ্বীন হতে দূরে সরে গেছে। পাপাচার সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। চতুর্দিকে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করেছে। এমনকি অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় না এমন ব্যক্তি মনে হয় একজনও বাকী নেই। অবশ্য আল্লাহর খাছ নিরাপত্তা প্রাপ্ত বান্দাদের কথা ভিন্ন। তাঁদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য।

কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূরের (ইসলামের আলোর) পূর্ণতা ছাড়া আর সব কিছুকেই প্রত্যাখ্যান করেন। তাই অনেকে অলসতা ও উদাসীনতার নিদ্রা পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহর ব্যাপারে তাদের ত্রুটি অনুধাবন করেছে। অপরাধ এবং পাপাচারের কারণে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েছে। তাই তাদের আরোহীগুলো তওবার আলোকবর্তীকা পানে দুর্দমনীয় অভিলাষে ছুটে চলেছে।

অপর দিকে অন্য একদল লোক দুর্ভাগ্য ও সংকীর্ণ জীবনে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাই তারা খুঁজে ফিরছে এমন পথ যা তাদেরকে অন্ধকারের অমানিশা থেকে আলোর ভুবনে নিয়ে যাবে। হতাশার নৈরাজ্য থেকে আশার দেশে নিয়ে যাবে।

কিন্তু ধ্বংস পথের এই যাত্রীদল নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। যেমন- সে নিজেই একটি প্রতিবন্ধক বা তার পার্শ্বস্থিত পরিবেশ। তারা ভাবে এগুলো তাদের এবং তওবার মাঝে যেন বাধার পাহাড় সম।
এ কারণে আমি এ পুস্তিকাটি রচনা করেছি এ প্রত্যাশায় যে, এর মাধ্যমে অনেক অস্পষ্ট বিষয় প্রকাশ পাবে, সংশয় নিরশন হবে অথবা একটি বিধান বর্ণিত হবে এবং তাতে শয়তানও পরাজিত হবে।

এ পুস্তিকার সূচনায় পাপাচারকে হালকা মনে করার ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর তওবার শর্ত সমূহ এবং তার ব্যাখ্যা, তারপর আধ্যাত্মিক কয়েকটি চিকিৎসা ও তওবাকারীদের সম্পর্কে কিছু ফতোয়া দেয়া হয়েছে। প্রতিটি বিষয় কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণাদি এবং বিদ্যানদের অভিমতসহ সাজানো হয়েছে। সবশেষে পুস্তিকার সারাংশ হিসেবে থাকছে একটি পরিশিষ্ট।

প্রার্থনা করি আল্লাহর নিকট, তিনি যেন এ কটি বাক্যের মাধ্যমে আমাকে এবং আমার মুসলিম ভাইদেরকে উপকৃত করেন। আর তাদের

নিকট আমার আশা উত্তম দোয়া ও সত্য উপদেশ। আল্লাহ আমাদেরকে কবূল করুন।

মুহাম্মাদ ছালেহ আল মুনাজ্জিদ
আল-খোবার,
পোঃ বক্স নং ২৯৯৯
সঊদী আরব

পাপ কর্মকে হালকা মনে করার ভয়াবহতা

আল্লাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাকে দয়া করুন! আপনার জানা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা অপরিহার্যভাবে স্বীয় বান্দাদেরকে বিশুদ্ধভাবে তওবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর নিকট বিশুদ্ধচিত্তে তওবা কর।" (সূরা তাহরীম- ৮)

আর এই তওবার জন্য তিনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন। প্রথম সুযোগ হচ্ছে কেরামান কাতেবীনের (সম্মানিত লেখক ফেরেশ্‌তাকুল) আমল লিখার পূর্বেই পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন:

(إِنَّ صَاحِبَ الشِّمَالِ لَيَرْفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَاتٍ عَنْ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئِ، فَإِنْ نَدِمَ واسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا، وَإِلاَّ كُتِبَتْ وَاحِدَةٌ.)

"বাম দিকের ফেরেশ্‌তা পাপকারী মুসলিম বান্দা থেকে ছয় ঘন্টা কলম উঠিয়ে রাখেন, অতঃপর (সে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই) সে যদি অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে ফেরেস্তা কলম ফেলে দেন তার পাপটুকু লিখেন না। অন্যথা একটি পাপ লিখা হয়।"

(হাদীসটি ত্বাবারানী মু'জামুল কাবীরে এবং বাইহাকী শো'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেন। আল্লামা আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। দ্র: সিলসিলা সহীহা হা/১২০৯)

অপর সুযোগটি হলো- তাঁদের লিখার পর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।

দুঃখ জনক ব্যাপার হল আজ-কাল অনেক মানুষ আল্লাহর উপর কোন আস্থাই রাখে না। তাই রাত কি দিন নির্বিবাদে তারা অন্যায় কাজ করেই চলছে। আবার তাদের মাঝে এমন অনেক লোক আছে যাদের নিকট খারাপ কাজ নিতান্তই মামুলী ব্যাপার। দেখা যায় অনেকে ছোট ছোট পাপগুলোকে অত্যন্ত হেয় মনে করে। যেমন এরূপ বলে, কি এমন ক্ষতি

আছে আজনবী[১] মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে বা তার হাতে হাত মেলাতে (মুসাফাহা করতে)? তারা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা টেলিভিশনের মাধ্যমে গায়ের মাহরাম মহিলাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে। এমনকি সে যখন জানতে পারে যে এটা হারাম কাজ তখন তাচ্ছিল্যের সাথে জিজ্ঞেস করে এতে কতটুকুই বা পাপ হল? এটা কবীরা গুনাহ না সাগীরা?

আপনি যখন জানলেন বাস্তব এই পরিস্থিতির কথা তখন তার সাথে- সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত নিম্নোক্ত আসার (হাদীছ) দু'টির তুলনা করুন- প্রকৃত অবস্থা আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১) আনাস (রা:) বলেন:

(إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ أَعْمَالاً هِيَ أَدَقُّ فِيْ أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ الْمُوْبِقَاتِ)

"তোমরা এমন সব কর্ম কর যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের ন্যায় অতিশয় সূক্ষ্ম। অথচ এধরনের কাজ আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর যুগে ধ্বংসাত্মক কর্মের অন্তর্ভূক্ত মনে করতাম।"

২) আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন:

(إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ . وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوْبَهُ كَذُبَابٍ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا– أَيْ بِيَدِهِ – فَذَبَّهُ عَنْهُ.)

অর্থ: "মুমিন ব্যক্তি তার পাপসমূহকে এমন ভয়ানক মনে করে -যেন সে একটি পাহাড়ের পাদদেশে উপবিষ্ট রয়েছে আর সে আশংকা করছে না জানি উহা (পাহাড়) তার উপর ভেঙ্গে পড়ে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি স্বীয় পাপ সমূহকে এত ক্ষুদ্র মনে করে - যেন একটি মাছি নাকের উপর বসেছে - তিনি স্বীয় হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন - অত:পর এই ভাবে সে তাকে (তাচ্ছিল্য ভাবে) তাড়িয়ে দেয়।"

[১] বিবাহ বৈধ এমন প্রত্যেক মহিলাকে শরীয়তে আজনবী বলা হয়।- অনুবাদক

এ লোকগুলো কি এখনও অসৎকাজের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না? তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিম্নলিখিত হাদীসখানি কি পড়ে দেখে না? তিনি এরশাদ করেন:

(إِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ، فَإِنَّماَ مَثَلُ مُحقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوْا بَطْنَ وَادٍ، فَجاَءَ ذاَ بِعُوْدٍ، وَجاَءَ ذاَ بِعُوْدٍ، حَتىَّ حَمَلُوْا ماَ أَنْضَجُوْا بِهِ خُبْزَهُمْ، وَإِنَّ مُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ مَتىَ يُؤْخَذُ بِهاَ صاَحِبُهاَ تَهْلِكُهُ) وفي رواية: (إِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلىَ الرَّجُلِ حَتىَّ يَهْلِكَنَّهُ)

অর্থ: "গুণাহের কাজ তুচ্ছ মনে করা থেকে সাবধান। কেননা পাপকাজকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার উদাহরণ এমন ব্যক্তিদের মত, যারা কোন এক উপত্যাকায় একত্রিত হল। অতঃপর তাদের একজন একটি কাষ্ঠ খন্ড সংগ্রহ করল, অপর জন আর একটি সংগ্রহ করল এবং এভাবে একসময় এত কাষ্ঠ সংগ্রহ হল যা দ্বারা তাদের জন্য রুটি সেঁকে নেয়া যথেষ্ট হবে। আর ছোট ছোট পাপ যখন তাতে লিপ্ত ব্যক্তিকে পাকড়াও করে তখন তাকে ধ্বংস করে দেয়।"

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: "ছোট ছোট পাপ সমূহ থেকে সাবধান। কেননা উহা যখন কোন ব্যক্তির নিকট একত্রিত হয় তখন তাকে বিনাশ করে দেয়।" (মুসনাদ আহমদ, ছহীহুল জামে- ২৬৮৬-২৬৮৭)

বিদ্যানগণ বলেন,

সাগীরা (ছোট) পাপের সাথে যখন নির্লজ্জতা, বেপরওয়া ভাব, নির্ভীকতা এবং তাচ্ছিল্যভাব একত্রিত হয় তখন উহা কাবীরা (বড়) পাপের সাথে মিলে যায় বরং সেটা কাবীরাই হয়ে যায়। এ কারণে সাগীরা গুনাহ্ পুনঃপুনঃ করলে তা আর সাগীরা থাকে না। আর কাবীরা গুনাহ্ থেকে তওবা করলে তা আর কাবীরা থাকে না।

এই যার অবস্থা তাকে আমরা বলি, পাপের ক্ষুদ্রতার দিকে দৃষ্টিপাত কর না। বরং খেয়াল কর তুমি কার অবাদ্ধতায় লিপ্ত হয়েছো। আমাদের এই কথাগুলো ইনশাআল্লাহ্ সঠিক ব্যক্তিদের উপকারে আসবে। যারা স্বীয় পাপ এবং ত্রুটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা এমন নয় যে স্বীয় বিভ্রান্তির ব্যাপারে উৎকণ্ঠাহীন এবং অন্যায়ের উপর ভাবনাহীন।

এ কথাগুলো তো তাদেরই জন্য- যারা বিশ্বাস রাখে মহান আল্লাহর এই বাণীর প্রতি:

﴿ وَنَبِّيءْ عِبَادِيْ أَنِّيْ أنَاَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴾

"আমার বান্দাদের এই সংবাদ দিয়ে দিন যে, নি:সন্দেহে আমি ক্ষমাশীল, দয়াময়।" (সূরা হিজর- ৪৯)

আর ঈমান রাখে আল্লাহ পাকের এই ঘোষণার প্রতি:

﴿ وَأنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيْمُ ﴾

"আর অবশ্যই আমার শাস্তি অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা হিজর- ৫০)

তওবা কবূল হওয়ার শর্ত এবং উহাকে পূর্ণাঙ্গকারী বিষয় সমূহঃ

তওবা একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। যার মর্ম অত্যন্ত গভীর। এমন নয় যা অনেকে ধারণা করে যে, মুখে কয়েকবার তওবা শব্দটি উচ্চারণ করল আবার পাপেই লিপ্ত থাকল।
আল্লাহ তা'আলার এই বাণীটির প্রতি একটু খেয়াল করুন:

﴿ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ ﴾

"এবং তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর অতঃপর আল্লাহর দরবারে তওবা কর।" (সূরা হুদ-৩) লক্ষ্য করুন এই আয়াতে তওবাকে ইস্তেগফারের (ক্ষমা প্রার্থনা) উপর অতিরিক্ত একটি বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাছাড়া তওবা একটি বিরাট বিষয় তাই আবশ্যিকভাবে তার জন্য কিছু শর্ত থাকা দরকার। বিদ্যানগণ কুরআন-হাদীস থেকে এর জন্য কয়েকটি শর্ত নিধারণ করেছেন। নিম্নে সে শর্তগুলো উল্লেখ করা হল:

প্রথম শর্ত: তাৎক্ষণিক পাপকাজ থেকে বিরত হওয়া।

দ্বিতীয় শর্ত: কৃত পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে, একান্ত বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।

তৃতীয় শর্ত: ভবিষ্যতে উক্ত কাজে কখনও লিপ্ত হবে না এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া।

চতুর্থ শর্ত: কারো প্রতি অন্যায় করে থাকলে তার কাছে তার অধিকার প্রত্যার্পন করা অথবা তার নিকট ক্ষমা চেয়ে নেয়া।

কোন কোন বিদ্যান খাঁটি তওবার শর্তসমূহের উপর অন্যরকম ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ সহ নিম্নে তা প্রদত্ব হল:

১) **পাপ কর্ম পরিত্যাগ করা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই হতে হবে- অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়ঃ** যেমন-

উহা করতে বা পুনরায় তাতে লিপ্ত হতে অক্ষম হওয়া অথবা মানুষের নিন্দার ভয় করা ইত্যাদি।

এমন ব্যক্তিকে আমরা তওবাকারী বলতে পারি না, যে ব্যক্তি পাপকর্ম পরিত্যাগ করে এ কারণে যে, উহা তার ব্যক্তিত্ব ও লোকসমাজে তার মর্যাদার উপর প্রভাব ফেলবে অথবা হয়তো তা তার চাকুরিচ্যুত হওয়ার কারণ হবে।

এমন ব্যক্তিকেও তওবাকারী বলা যায় না, যে পাপকর্ম পরিত্যাগ করে স্বীয় শরীর স্বাস্থ্য ও শক্তি সামর্থকে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে। যেমন কেহ সংক্রামক জীবন বিধ্বংসী অসুখের ভয়ে (যেমন- এইড্স) ব্যভিচার বা অশ্লীল কাজ পরিত্যাগ করে। অথবা উহা পরিত্যাগ করে স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া বা স্মৃতি শক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশংকায়।

ঐ লোককেও তওবাকারী বলা যাবে না যে চুরি পরিত্যাগ করে এ কারণে যে, সে বাড়ীতে প্রবেশ করার রাস্তা খুজে পায়নি বা গুদাম ঘরের দরজা খুলতে সক্ষম হয়নি অথবা সে প্রহরী বা পুলিশের ভয় করে।

এমন লোকও তওবাকারী নয়, যে ঘুষ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে এ ভয়ে যে, হতে পারে ঘুষদাতা ঘুষ প্রতিরোধ কমিটিরই একজন।

এমন ধরনের ব্যক্তিকেও আমরা তওবা কারী বলতে পারি না যে ব্যক্তি দারিদ্রতার ভয়ে মদ্যপান বা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

অনুরুপ ভাবে ঐ ব্যক্তিকেও তওবাকারী বলা হবে না যে তার ইচ্ছার বাইরে অন্য কোন কারণে পাপকাজে লিপ্ত হতে অপারগ হয়েছে। যেমন- মিথ্যুক ব্যক্তি পক্ষাঘাত গ্রস্থ হওয়ার কারণে বাকশক্তি হারিয়েছে। ব্যভিচারী যৌনকর্মের সামর্থ হারিয়েছে। কোন দুর্ঘটনার কারণে চোরের অঙ্গহানী ঘটেছে।

বরং তওবাকারীর জন্য আবশ্যক হল- লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া, পাপকর্মের আকাংখা পুরাপুরি পরিত্যাগ করা এবং পূর্বকৃত কর্মের উপর

আফসোস ও খেদ প্রকাশ করা। এ ধরনের ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এরশাদ হচ্ছে: (النَّـــدَمُ تَوْبَـــةٌ) অনুতাপ অনুশোচনাই হলো প্রকৃত তওবা। (আহমদ, ইবনে মাজাহ্, সহীহুল জামে হা/ ৬৮০২)
কথা বার্তার মাধ্যমে (পাপকর্মের প্রতি) আকাংখা প্রকাশকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ উহার কর্তার স্থানে রেখেছেন। (এবং প্রতিদানের ব্যাপারে উভয়কে বরাবর করেছেন) দেখুননা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর এই বাণী, তিনি বলেন:

(إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ فِيْهِ حَقاًّ، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْماً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِـــهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْماً يَخْبِطُ فِيْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَيَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَلاَيَعْلَمُ للهِ فِيْهِ حَقــاًّ، فَهَــذَا بِأَخْبَـــثِ الْمَنَازِلِ. وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلاَعِلْماً فَهُوَ يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ لِيْ مَالاً لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلاَنٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ)

অর্থ: ‘‘পৃথিবীতে চার ধরনের মানুষ রয়েছে। (১) এক ব্যক্তি, আল্লাহ্ তাকে সম্পদশালী করার সাথে সাথে দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন। সে উহাতে স্বীয় প্রতিপালকের ভয় রাখে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে এবং তাতে যে আল্লাহর অধিকার রয়েছে সে ব্যাপরেও খেয়াল রাখে। এই ব্যক্তি হল সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।
(২) অপর ব্যক্তি, আল্লাহ তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন ঠিকই কিন্তু তাকে সম্পদশালী করেননি। সে সৎ নিয়তের অধিকারী, কামনা করে- আল্লাহ্ যদি তাকে সম্পদশালী করতেন তবে উক্ত ব্যক্তির মত সেও উহা

সৎপথে ব্যয় করত। সে তার নিয়ত অনুসারে প্রতিদানের অধিকারী হবে। এবং উক্ত দুই ব্যক্তি পুরস্কার পাওয়ার ক্ষেত্রে বরাবর হবে।

(৩) তৃতীয় ব্যক্তি, আল্লাহ তাকে সম্পদশালী করেছেন কিন্তু তার নিকট দ্বীনের কোন জ্ঞান নেই। অজ্ঞতাবশত: সে তার সম্পদ ব্যবহার করে। তাতে আল্লাহকে ভয় করে না, আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে না এবং তার সম্পদে আল্লাহর অধিকার আছে সে দিকেও লক্ষ্য রাখে না। এ ব্যক্তি হল সবচাইতে নিকৃষ্ট।

(৪) চতুর্থ ব্যক্তি, আল্লাহ তাকে না সম্পদশালী করেছেন, না তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু কামনা করে- যদি তার সম্পদ থাকত তবে উমুক (তৃতীয়) ব্যক্তির ন্যায় উহা ব্যয় করত। সে তার নিয়ত অনুসারে প্রতিদান পাবে। আর পাপের বোঝা বহনে উভয়ে এক সমান হবে। (আহমাদ, তিরমিযী- তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ তারগীব ও তারহীব ১/৯)

২) পাপের কদর্যতা এবং উহার ক্ষতি অনুধাবন করা:

একথার অর্থ হলো- বিশুদ্ধ তওবা তখনই হয় যখন পূর্বকৃত পাপকর্মের স্মরণে হৃদয়ে কোন প্রকার মজা ও আনন্দ অনুভূত না হয়। অথবা ভবিষ্যতে তাতে পূণর্বার লিপ্ত হওয়ারও কোন প্রকার আকাংখা না জাগে। ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রহ:) স্বীয় কিতাব (الـداء والـدواء)আদ্দা ওয়াদ্দাওয়া এবং (الفوائد) আল ফাওয়ায়েদ নামক পুস্তকদ্বয়ে পাপ কর্মের অনেকগুলো অপকারিতা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা থেকে কতকগুলো প্রদত্ত হলো:-

পাপের কারণে (দ্বীনের) জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হতে হয়, অন্তরে একাকিত্ব অনুভূত হয়, প্রতিটি বিষয় কঠিন হয়ে পড়ে। শরীর দূর্বল হয়ে পড়ে, আনুগত্যশীল কর্ম থেকে বঞ্চিত হতে হয়। বরকত উঠে যায়, তাওফীক বা আনুকুল্যে সল্পতা সৃষ্টি হয়, হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ে। নতুন নতুন খারাপ কাজ জন্ম নেয়। পাপ কর্মে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহর দরবারে

এবং লোক সমাজে পাপী ব্যক্তি মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে, চতুস্পদ প্রাণী তাকে অভিশাপ দেয়। তাকে লাঞ্ছনার লেবাস পরিয়ে দেয়া হয়, তার দু'আ কবুল হয় না, তার কারণে জলে-স্থলে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, আত্মসম্ভ্রম বিবর্জিত হয়, লজ্জা-শরম উঠে যায়, নেয়ামত সমূহ (অনুগ্রহ) দূরীভূত হয়ে যায়। আল্লাহর ক্রোধ এবং শাস্তি নেমে আসে। পাপাচারীর হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়, শয়তানের হাতে বন্দী হতে হয়। তার অন্তিম পরিণাম খারাপ হয়, এবং সর্বোপরী শেষ দিবসের (অখেরাতে) শাস্তি তো রয়েছেই।

কোন মানুষ যদি পাপের উল্লেখিত অনিষ্টগুলো যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তাহলে সব ধরনের পাপ থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে। **কিন্তু কিছু লোক এমন আছে যারা একটা পাপকর্ম পরিত্যাগ করলে অন্য একটি পাপে জড়িয়ে পড়ে। এর পিছনে অবশ্য কতগুলো কারণ আছে। যেমন:-**

১) সে এই বিশ্বাস রাখে যে এটা হালকা গুনাহ্র কাজ।

২) সেই পাপের দিকে অন্তর অধিকহারে ঝুকে পড়ে এবং প্রবৃত্তি সেখানে শক্তিশালী হয়।

৩) এই পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়ার অবস্থা ও পরিবেশ অন্যটার তুলনায় বেশী সহজতুল্য। এমন নয় যে তার জন্য নানাবস্তু এবং প্রস্তুতির দরকার হয় এবং তার উপকরণাদিও পরিমাণমত উপস্থিত নয়।

৪) তাছাড়া তার সঙ্গী-সাথীগণও উক্ত পাপ কর্মের সাথে জড়িত। তাদের সংসর্গ ত্যাগ করাও তার জন্য কঠিন ব্যাপার।

৫) কখনও এমন হয় যে নির্দিষ্ট একটি পাপকর্ম তার বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে সেই পাপীব্যক্তির মান-মর্যাদা বাড়িয়ে তোলে। আর এই মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়া তার নিকট দু:সহ হয়ে উঠে। তাই সে উক্ত পাপকর্মে অবিচল থাকে। যেমন- কুকর্ম ও অশ্লীলতায় লিপ্ত দলসমূহের প্রধানদের অবস্থা এরূপ হয়ে থাকে।

কুরুচিপূর্ণ ভাষায় কবিতা লেখক আবু নাওয়াস নামক জনৈক কবিরও এই অবস্থা ছিল। কল্যাণকামী কবি আবুল আতাহীয়্যাহ্ যখন তাকে নসীহত করেছিলেন এবং দ্বীনের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে অন্যায় ও অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেয়ার জন্য তার নিন্দা করেছিলেন তখন আবু নাওয়াস এই কবিতা আবৃত্তি করেঃ

أتـــراني يا عتاهـــي   تاركاً تلك الملاهـــي

أتراني مفسداً بالنـــ   ـــسك عند القوم جاهـــي

হে আবুল আতাহীয়্যাহ্ তুমি কি ভেবেছো যে, আমি এই ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশা পরিত্যাগ করে দিব?
তুমি কি ভেবেছো যে, এই লোকদের মধ্যে আমার যে মর্যাদা অর্জিত হয়েছে দরবেশ হয়ে তা বরবাদ করে দিব?

৩) **বান্দা অতিদ্রুত তওবার দিকে অগ্রসর হবে।** কেননা তওবা করতে দেরী করাটাই আলাদা একটি পাপ, যার জন্য তওবা করা আবশ্যক।

৪) **স্বীয় তওবা হয়তো ত্রুটি পূর্ণ সে ব্যাপারে আশংকিত থাকবে।** এরূপ নিশ্চিত হবে না যে, তওবা কবুল হয়েই গেছে। তাতে নিজের উপর আস্থাশীল হয়ে নিজেকে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ ভাববে। আর এতে ক্ষতি গ্রস্থ হয়ে পড়বে।

৫) **আল্লাহ্ তা'আলার যে সমস্ত হক (অধিকার) পরিত্যাগ করেছে তা আদায় করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।** যেমন- যাকাত আদায় করা- যা অতীতে আদায় করে নাই। এবং এ কারণেও তা আদায় করবে যে উক্ত সম্পদে ফকীর মিসকিনদেরও হক আছে।

৬) **খারাপ স্থান পরিত্যাগ করবে।** যদি এই আশংকা থাকে যে, সেখানে তার উপস্থিতি তাকে দ্বিতীয়বার খারাপ কাজে জড়িয়ে ফেলবে তবে উক্ত স্থান ত্যাগ করবে।

৭) **পাপকর্মে সহযোগিতাকারীদের সঙ্গ ত্যাগ করবে।** (এ দুটি বিষয় (৬নং এবং ৭নং) ১০০ ব্যক্তিকে হত্যাকারীর হাদীসের শিক্ষাসমূহ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। হাদীসটি অচিরেই আলোচিত হবে)

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন:

﴿ الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِيْنَ ﴾

অর্থ: ‘‘আল্লাহভীরূ পরহেজগারগণ ব্যতীত অন্যান্য বন্ধুবর্গ সে দিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে।’’ (সূরা যুখরুফ- ৬৭) অসৎ বন্ধুবর্গ সেই কেয়ামত দিবসে একজন অপরজনকে অভিসম্পাত করবে।

তাই হে তওবাকারী! আপনি যদি তাদেরকে দাওয়াত দিতে অপারগ হন তাহলে আপনার উপর আবশ্যক হল- তাদের থেকে পৃথক হওয়া, সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকা। খেয়াল রাখবেন শয়তান যেন তাদেরকে দাওয়াত দেয়ার নাম করে তাদের সংসর্গে ফিরে যাওয়ার জন্য আপনার রাস্তাকে সুসজ্জিত করার সুযোগ না পায়। অথচ আপনি আপনার দুর্বলতা সম্পর্কে অবগত আছেন এবং এও অবগত যে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে পারবেন না।

এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে- যেখানে অনেক ব্যক্তি অতীতের পরিচিত বন্ধুদের সাথে নতুন ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে আবার পাপ কর্মে জড়িয়ে পড়েছে।

৮) **নিজের আয়ত্বাধীন হারাম বস্তু সমূহ ধ্বংস করে দিবে।** যেমন মাদকদ্রব্য, বাদ্যযন্ত্র (যেমন- সারঙ্গী, বাঁশী), ছবি, হারাম

চলচিত্র, অশ্লীল বই পুস্তক বা কাব্য-নাটক ইত্যাদি। এগুলো ভেঙ্গে ফেলা, নষ্ট করে দেয়া বা জ্বালিয়ে দেয়া উচিত।

তওবাকে বিশুদ্ধ এবং প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য জাহেলিয়াতের যাবতীয় পংকিলতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করা তওবাকারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। নচেৎ তওবা থেকে কোন উপকার হাসিল করা সম্ভব হবে না। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যে, তওবাকারীর নিকট অবৈধ (হারাম) বস্তু থেকে যাওয়ার কারণে সে বস্তু- তার পূণরায় পথভ্রষ্টতা, তওবা থেকে পাপকর্মে ফিরে আসা ও সুপথ প্রাপ্ত হওয়ার পর পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম হয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট ঈমানী দৃঢ়তা প্রার্থনা করছি।

৯) **অসৎ সঙ্গীদের পরিত্যাগ করে সৎসঙ্গী নির্বাচন করা আবশ্যক।** এমন সঙ্গী যে তাকে তওবার উপর অবিচল থাকতে সহযোগিতা করবে। আর যিক্‌র ও ইলমী (ইসলামী আলোচনার) মজলিস সমূহে উপস্থিত হতে অনুপ্রাণিত করবে এবং এমন বিষয়ে সময় ব্যয় করবে যা তার জন্য কল্যাণজনক হবে। যাতে করে শয়তান তাকে পথভ্রষ্ট করতে বা অতীতকে স্মরণ করানোর কোন সুযোগ না পায়।

১০) **হারাম উৎস থেকে আমদানিকৃত অর্থ দ্বারা যে শরীর প্রতিপালন করেছে তাকে আল্লাহর আনুগত্যশীল কাজে খাটাবে।** আর হালাল উপায় অনুসন্ধান করবে যেন শরীরের রক্ত মাংসও হালাল পন্থায় প্রবৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

১১) **মৃত্যু কালের গরগরা এবং পশ্চিমাকাশে সুর্য উদয় হওয়ার পূর্বে তওবা করে নেয়া আবশ্যক।** গরগরা সেই আওয়াজকে বলা হয় যা প্রাণবায়ূ বের হওয়ার সময় গলদেশ থেকে বের হয়। মোটকথা তওবা হওয়া উচিত ছোট কিয়ামত (মৃত্যু) এবং বড় কিয়ামত (পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয়) হওয়ার পূর্বে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন:

(وَمَنْ تَابَ إِلى اللهِ قَبْلَ أَنْ يُغَرْغِرَ قَبِلَ اللهُ مِنْهُ)

“যে ব্যক্তি মৃত্যু মুহূর্তে গরগর করার পূর্বে আল্লাহর নিকট তওবা করবে আল্লাহ তার সে তওবা কবুল করে নিবেন।” (আহমদ, তিরমিযী, সহীহুল জামে - ৬১৩২)

তিনি আরো বলেন: وَمَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ

যে ব্যক্তি (ক্বিয়ামতের নিদর্শন) পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন। (সহীহ মুসলিম)

❋ ❋ ❋ ❋

মহান তওবা

এক্ষণে আমরা এ উম্মতের পূর্বসূরীগণ তথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবীগণ থেকে তওবা সম্পর্কিত কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করার প্রয়াস পাব।

বুরাইদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, মায়েয ইবনে মালেক আল্ আসলামী (রাযিয়াল্লাহূ আনহু) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিজের উপর যুলুম করেছি- আমি ব্যভিচার (যেনা) করে ফেলেছি। আমি প্রার্থনা করছি - আপনি আমায় পবিত্র করুন। তিনি ﷺ তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিন মায়েয তাঁর ﷺ নিকট আগমন করে বলতে লাগলেন: হে আল্লাহর রাসূল। নিশ্চয় আমি যেনা (ব্যভিচার) করেছি। তিনি দ্বিতীয় বারও তাকে ফিরিয়ে দিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার (মায়েযের) সম্প্রদায়ের কাছে লোক পাঠালেন, সে তাদেরকে জিজ্ঞেস করল: আপনারা জানেনকি এর ব্রেনে কোন ত্রুটি আছে? অথবা (তার সম্পর্কে আপত্তিকর) এমন কোন বিষয় যা আপনাদের নিকট অপছন্দনীয়? তারা বললেন: আমরা এটাই জানি যে তিনি সুস্থ জ্ঞান সম্পন্ন। আমাদের দৃষ্টিতে তিনি একজন নেক মানুষ। অতঃপর তৃতীয় দিন মায়েয রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট আসলেন। তিনি ﷺ তার সম্প্রদায়ের নিকট আবার লোক পাঠালেন। সে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বললেন, মায়েযের মধ্যে না কোন ত্রুটি আছে না তার ব্রেনে কোন অসুবিধা আছে। অতঃপর চতুর্থ বার মায়েয যখন আসলেন তখন তিনি ﷺ তাঁর জন্য একটি গর্ত খোড়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর লোকদের আদেশ করলেন তাকে (গর্তে নামিয়ে দিয়ে) রজম (পাথর মেরে হত্যা) করার। লোকেরা তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে ফেলল।

বর্ণনাকারী (বুরাইদা রা:) বলেন, গামেদী গোত্রের জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল!- আমি যেনা (ব্যভিচার) করেছি- আপনি আমায় পবিত্র করুন। তিনি তাকে ফিরিয়ে

দিলেন। দ্বিতীয় দিন সে মহিলা এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! কেন আপনি আমায় ফিরিয়ে দিচ্ছেন? সম্ভবত: আপনি মায়েযকে যেমন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন- আমাকেও তেমনি ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছেন। আল্লাহর শপথ আমি (ব্যভিচারের কারণে) গর্ভবতী হয়ে পড়েছি। তিনি বললেন, তুমি যদি ফিরে যেতে না চাও, তাহলে এখন যাও, গর্ভস্থ সন্তান প্রসব করার পর এসো।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর মহিলাটি সন্তান প্রসব করার পর বাচ্চাটিকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে এসে বলল, এই সেই শিশু, আমি তাকে প্রসব করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, (এখন) যাও, তাকে দুধ পান করাও, দুধ ছাড়ার সময় হলে এসো। অতঃপর শিশু যখন দুধ ছেড়েছে, তখন মহিলাটি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হল- সে সময় শিশুটির হাতে রুটির একটি টুকরা ছিল। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে দুধ ছাড়িয়েছি। এবং সে এখন খাদ্য খেতে শুরু করেছে।

তিনি ﷺ শিশুটিকে জনৈক মুসলিম ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করে দিলেন এবং তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। মহিলাটির জন্য তার বুক বরাবর একটি গর্ত খনন করা হল। তিনি লোকদেরকে নির্দেশ দিলেন- তারা তাকে রজম করে (প্রস্তরাঘাতে) হত্যা করে ফেলল।

রজম করার সময় খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা:) একটি পাথর নিয়ে তার মাথা লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। ফলে সেখান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ধারা বের হয়ে তার মুখে এসে পড়ল। তিনি মহিলাটিকে গালি দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খালেদের গালি শুনে তাকে লক্ষ্য করে বললেন:

(مهلاً يَا خَالِد ! فوَا الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مُكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ)

"খালেদ! থাম, (এটা কেমন কথা হল) ঐ সত্বার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, এ মহিলা এমন তওবা করেছে- (নাহক) ট্যাক্স আদায়কারী যদি অনুরূপ তওবা করত, তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিতেন।" (সহীহ মুসলিম) অতঃপর তিনি মহিলাটির জানাযা আদায় করলেন এবং তাকে দাফন করলেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রা:) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! (কি আশ্চর্য) তাকে রজম করার পর আবার তার জানাযা পড়ছেন! তিনি বললেন:

(لَقَدْ تابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئاً أفْضَلَ مِنْ أنْ جادَتْ بِنَفْسِهاَ لله عز وجل)

"এ মহিলা- এমন তওবা করেছে- যদি তা মদীনার সত্তর জন অধিবাসীর উপর বন্টন করা হত তবে তা তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। এর চাইতে উত্তম কথা আর কি হতে পারে যে, এ মহিলা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্বীয় প্রাণকে বিসর্জন দিয়ে দিল।" (মুছান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৭/৩২৫)

তওবা পূর্বের পাপসমূহ মিটিয়ে দেয়:

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আমি তো তওবা করতে চাই কিন্তু কে একথার জিম্মাদার হবে যে তওবা করলেই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন? আমিতো দৃঢ়তার সাথে বিশুদ্ধ পথে চলতে আকাংখী কিন্তু

দ্বিধা- দ্বন্দের অনুভূতি আমাকে যে দমিয়ে দেয়? আমি যদি নিশ্চিত ভাবে জানতে পারতাম যে আল্লাহ আমায় মাফ করবেন তবে অবশ্যই আমি তওবা করতাম?!

তার জবাবে আমি বলব- আপনার মধ্যে যে এই অনুভূতির উদ্রেক আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনার পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাহাবীদের মধ্যেও তার উদ্রেক হয়েছিল। নিম্ন লিখিত বর্ণনা দুটি যদি আপনি গভীর ভাবে উপলব্ধি করেন তবে আল্লাহ চাহেতো আপনার ভিতরের সকল জড়তা ও সংশয় অবশ্যই দূরীভূত হবে।

প্রথম: ইমাম মুসলিম (রহ:) ছাহাবী আমর ইবনে আস (রা:) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটণা বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন, অতঃপর আল্লাহ যখন আমার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করলেন তখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে বললাম, আপনার ডান হাতখানা দিন আপনার হাতে আমি বাইআত (আনুগত্যের শপথ) করব। তিনি স্বীয় ডান হাত বাড়িয়ে ধরলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, কি ব্যাপার আমর তোমার কি হল!? আমি বললাম, (বাইআত করার পুর্বে) আমি একটি শর্ত করতে চাই। তিনি প্রশ্ন করলেন, কি তোমার শর্ত? বললাম: (আমার শর্ত হচ্ছে) আল্লাহ কি আমায় ক্ষমা করে দিবেন। এরশাদ হল:

(أمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أنَّ الإسْلاَمَ يَهْدِمُ ماَكاَنَ قَبْلَهُ وأنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ ماَ كَـــاَنَ قَبْلَهاَ، وَأنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ ماَكاَنَ قَبْلَهُ ؟)

"হে আমর! তোমার কি জানা নেই- ইসলাম তার পূর্বের (কুফরী অবস্থার) সকল পাপ ধ্বংস করে দেয়। হিজরত তার আগের গুনাহ সমূহ নষ্ট করে দেয়। এবং হজ্জ তার পূর্ববর্তী যাবতীয় পাপের বিনষ্ট সাধন করে?"

দ্বিতীয়: ইমাম মুসলিম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, মুশরেকদের একটি দল ব্যাপকহারে মানুষ হত্যা করেছিল, অধিকহারে যেনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল। অতঃপর (একদা) তারা মুহাম্মাদ ﷺ এর দরবারে এসে বলল, আপনি যেসব কথা বলছেন এবং যার দাওয়াত দিচ্ছেন তার সবই সুন্দর, (অনুগ্রহ পূর্বক) আপনি যদি বলতেন- আমরা যে সকল জঘন্য কর্ম করেছি তার কাফ্ফারা কি? তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করলেন:

﴿وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إلهاً آخَرَ، ولاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أثَاماً ﴾

"এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ্কে আহবান করে না। আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত হত্যা করা হারাম করেছেন তারা তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারেও লিপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি এসকল কাজ করে থাকে সে শাস্তি ভোগ করবে।" (সূরা ফুরকান-৬৮)

এবং আরো অবতীর্ণ করলেনঃ

﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أسْرَفُوْا عَلَى أنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

"আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা (পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে) নিজেদের উপর অন্যায় করেছো- তোমরা আল্লাহর রহমত (করুণা) হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতিব ক্ষমা পরায়ণ, পরম করুণা নিধান।" (সূরা যুমার-৫৩)

❋ ❋ ❋ ❋

আল্লাহ কি আমায় ক্ষমা করবেন ?

আপনি হয়তো বলবেন, আমি তো চাই তওবা করতে কিন্তু আমার পাপরাশী এত বেশী যে, অশ্লীলতার এমন কোন দিক নেই যাতে আমি লিপ্ত হইনি। এমন পাপ যা আপনি ভাবতে পারেন অথবা যা আপনার কল্পনার বাইরে- আমি কোনটাই ছেড়ে দেইনি- সবগুলোতেই লিপ্ত হয়েছি। আমি জানি না এটা কি সম্ভব যে, দীর্ঘকাল ধরে লিপ্ত এত পাপরাশী আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন?

হে আমার মুহতারাম ভাই! আমি আপনাকে বলব, এই অসুবিধা ও অশান্তি শুধু আপনার নয় বরং যারা তওবা করতে চায় তারা অধিকাংশই এ ধরনের অস্বস্তির সম্মুখীন হয়। এ ক্ষেত্রে জনৈক যুবকের দৃষ্টান্ত পেশ করছি। সে একবার প্রশ্ন করল, আমি ছোটকাল থেকেই নানা প্রকার দুষ্কর্মে লিপ্ত। সে সময় আমার বয়স মাত্র সতের বছর। অথচ ছোট-বড় সব ধরনের অশ্লীল কাজের সূচী আমার খুবই লম্বা-চওড়া। ছোট-বড় সব ধরনের মানুষের সাথে ঐ সকল জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছি। এমনকি একটি ছোট বালিকাও আমার হিংস্রতা থেকে রক্ষা পায়নি। তাছাড়া কয়েকবার চুরিও করেছি। অতঃপর সে বলছে, আমি মহান আল্লাহর দরবারে তওবা করে নিয়েছি। রাত জেগে নামায পড়ি, কোন কোন রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করি। প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখি। প্রতিদিন ফজর নামাযান্তে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করি- আমার কি (উক্ত পাপকর্ম থেকে) তওবার সুযোগ আছে?

আমরা ইসলামের অনুসারীদের নিকট মূলনীতি হলো- আমরা যাবতীয় বিধান, সকল মীমাংসা ও সমাধানের জন্য পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করি। কুরআনের দিকে ফিরে গেলে আমরা আশার বাণী শুনতে পাই। এরশাদ হচ্ছে:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَأَنِيْبُوْا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوْا لَهُ﴾

"আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের উপর অতিমাত্রায় অবিচার করেছো, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে হতাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় তিনি অতিব ক্ষমা পরায়ণ, পরম করুণা নিধান। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমূখী হয়ে যাও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর।" (সূরা যুমার ৫৩-৫৪)

উল্লেখিত সমস্যা ও অস্বস্তির এটাই হল সূক্ষ্ম ও সুন্দর সমাধান । ইহা খুবই স্পষ্ট বিষয়, যার কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

বাকী থাকলো- এ অনুভূতি যে, পাপরাশী এত অধিক- আল্লাহ কি উহা মাফ করবেন? এ প্রশ্নের উৎপত্তি কয়েকটি কারণে হয়ে থাকে:

প্রথমত: স্বীয় প্রতিপালকের রহমতের বিশালতা সম্পর্কে নিশ্চিত না থাকা।

দ্বিতীয়ত: সমুদয় পাপ ক্ষমা করার ব্যাপারে আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে বিশ্বাসে ত্রুটি থাকা।

তৃতীয়ত: গুরুত্বপূর্ণ আত্মীক আমল তথা আশাবাদীতায় দুর্বলতা থাকা।

চতুর্থত: তওবা পাপরাশী বিনষ্ট করতে পারে এ কথায় নিশ্চিত না থাকা।

আমরা এখন উল্লিখিত প্রতিটি কারণের জবাব দেয়ার চেষ্টা করব:

প্রথম কারণ: তাকে স্পষ্ট করার জন্য আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতই যথেষ্ট:

﴿ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾

"আর আমার রহমত প্রত্যেক বস্তুকে পরিবেষ্টিত করেছে।" (সূরা আরাফ-৫৬)

দ্বিতীয় কারণ: এ ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত বিশুদ্ধ হাদীসে কুদসীটি সর্বাধিক উপযুক্ত:

(قَالَ تَعَالَى: مَنْ عَلِمَ أَنِّيْ ذُوْ قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أُبَالِيْ، مَا لَمْ يُشْرِكْ بِيْ شَيْئاً)

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, যে একথা জেনে নিল যে, আমি যাবতীয় পাপ ক্ষমা করতে সক্ষম- আমি তাকে ক্ষমা করে দিব, এবং এতে আমি কোন পরওয়া করি না। তবে শর্ত হলো- সে ব্যক্তি আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করে নাই।[১] (ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহুল জামে- ৪৩৩০)

আল্লাহর এই মাগফিরাত পাওয়া যাবে পরকালে তাঁর সাথে বান্দার সাক্ষাতের পর।

তৃতীয় কারণের সমাধানের জন্য এই মহান হাদীসে কুদসীটি স্মরণ করা উচিত:

(يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ أَنَّكَ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكْ بِيْ شَيْئاً لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً.)

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করছেন, "হে আদম সন্তান! যখনই তুমি আমায় আহবান করবে এবং আমার নিকট আশা-আকাংখা পেশ করবে-

[১] . অর্থাৎ- শির্ক বিহীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। কেননা কেউ যদি শির্ক থেকে তওবা করার পূর্বে সে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে, তবে তার কোন ক্ষমা নেই। যেমন আল্লাহ্ বলেন, (إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) "নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না তার সাথে কোন কিছুকে শির্ক করাকে, তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ যাকে ইচ্ছা করেন। (সূরা নিসা- ১৬) - অনুবাদক

আমি তোমায় ক্ষমা করে দিব তোমার পাপরাশী যত অধিক থাকনা কেন- এতে আমি কোন পরোয়া করি না।

হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ্সমূহ যদি আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে যায়। অতঃপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর- আমি তোমাকে মাফ করে দিব। এতে আমি কোন কিছুর তোয়াক্কা করি না।

হে বনী আদম! তুমি যদি পৃথিবী পূর্ণ পাপের বোঝা নিয়ে আমার দরবারে উপস্থিত হও। অতঃপর এমন ভাবে উপস্থিত হয়েছো যে আমার সাথে কোন বস্তুকে শরীক[১] করো নি। তাহলে পৃথিবী পূর্ণ ক্ষমা নিয়ে আমি তোমার সামনে উপস্থিত হব।” (তিরমিযী, সহীহুল জামে- ৪৩৩৮)

চতুর্থ সমস্যার সমাধানের জন্য এই হাদীসটিই যথেষ্ট:

(التَّائِبِ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ)

“পাপকর্ম থেকে তওবাকারী এমন ব্যক্তির ন্যায় যার কোন পাপ নেই।” (ইবনে মাজাহ্ সহীহুল জামে-৩০০৮)

- যে ব্যক্তি এ ধারণা করে যে, তার পাপরাশী এত অধিক আল্লাহ হয়তো তা ক্ষমাই করবেন না। তার জন্য আমরা নিম্নলিখিত হাদীসটি উপহার দিচ্ছি।

---

[১] . শির্ক হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে কোন বস্তু বা সৃষ্টিকে সমকক্ষ মনে করা, যে ইবাদত আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট তার কিছু অংশ গাইরুল্লাহ্র জন্য ব্যয় করা। যেমন, গারুল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, উদ্ধার কামনা করা, সাহায্য প্রার্থনা করা। পীর বা মাজারের উদ্দেশ্যে নযর-মানত করা, পশু যবাই করা। কোন মাজারের ভয়ে বা সম্মানে টাকা-পয়সা দেয়া। আল্লাহ্র কাছে পৌঁছার জন্য কাউকে মাধ্যম নির্ধারণ করা। আখেরাতে পীর সাহেব সুপারিশ করবে এ উদ্দেশ্যে তার হাতে বাইআত করা... ইত্যাদি। আর এ ধরনের শির্ককারীর উপর জান্নাত হারাম। আল্লাহ্ বলেন, (إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ) “নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শির্ক করবে, আল্লাহ্ তার উপর জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা মায়েদা- ৭২) এধরনের পাপের জন্য মৃত্যুর পূর্বেই খাঁটিভাবে আল্লাহ্র তওবা করতে হবে, তাহলে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিবেন।- অনুবাদক

❋❋❋❋

একশ ব্যক্তিকে হত্যা কারীর তওবা

আবু সাঈদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল খুদরী (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বই জন লোককে হত্যা করে। অতঃপর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে, এই সময় পৃথীবিতে সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি কে? বলা হল, উমুক রাহেব (পাদ্রী)। সে তার নিকট আগমন করে বলল, আমি তো নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছি। আমার কি তওবা করার কোন পথ আছে? পাদ্রী বলল: না, নেই। একথা শুনে সে তাকেও হত্যা করে ফেলল এবং একশত সংখ্যা পূর্ণ করল। অতঃপর আবার সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে সে যুগের সবচাইতে বড় আলেম কে? তাকে একজন আলেম ব্যক্তির সন্ধান দেয়া হল। সে তাঁর নিকট গিয়ে প্রশ্ন করল, আমি একশত প্রাণ সংহার করেছি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমার এবং তওবার মাঝে তো কোন অন্তরায় নেই। তুমি উমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে একদল লোক পাবে যারা আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হয়ে যাবে। আর নিজের এলাকায় তুমি ফিরে এসো না, কেননা ওটা খারাপ স্থান। সে নির্দেশিত স্থানের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল।

অর্ধেক পথ অতিক্রম করেছে এমন সময় তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে গেল। (মৃত্যু দূতের সাথে) রহমতের ফেরেশ্‌তা এবং আযাবের ফেরেশ্‌তাগণ পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হলেন (প্রত্যেকের দাবী তাঁরা তার রূহ কবজ করবেন)। রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ যুক্তি দেখালেন, এ ব্যক্তি বিশুদ্ধ অন্তরে তওবাকারী হয়ে আল্লাহর পথে নেমে পড়েছে। (সুতরাং

আমরা তার জান কবজ করব) আযাবের ফেরেশ্‌তাগণ বললেন, সে তো কখনও কোন সৎ আমল করে নি (সুতরাং আমরা তার রূহ নিব)। তারা যখন এই অবস্থায় তখন মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশ্‌তা সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁরা তাকে সালিশ হিসেবে নিযুক্ত করলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন যে, তোমরা এ স্থান থেকে দুই দিকের রাস্তা মেপে দেখ। এ ব্যক্তি যে এলাকার নিকটবর্তী হবে সে দিকের ফেরেশ্‌তা তার রূহ কবজ করবে। তাঁরা উভয় দিক মাপলেন, দেখা গেল সে ব্যক্তির উদ্দেশিত এলাকা তার অধিক নিকটবর্তী। সুতরাং রহমতের ফেরেশ্‌তাগণ তার জান কবজ করলেন।" (বুখারী ও মুসলিম) অন্য একটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "দেখা গেল সৎ ব্যক্তিদের এলাকাটি মাত্র অর্ধহাত অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর তাকে সেই সৎ ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া হল।"

অন্য আর একটি বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতে এরূপ এসেছে- রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, "আল্লাহ তা'আলা এই রাস্তাকে বললেন, দূরে হয়ে যাও। আর ঐ রাস্তাকে নির্দেশ দিলেন তুমি নিকটে চলে আস। অতঃপর তাদেরকে বললেন, তোমরা উভয় স্থানের দূরত্ব মেপে দেখ। দেখা গেল সৎ লোকদের এলাকাটি মাত্র অর্ধহাত অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।"

হ্যাঁ তাই তো! সেই ব্যক্তি এবং তার তওবার মাঝে কোন্ বস্তু অন্তরায় হতে পারে? সুতরাং হে তওবার প্রতি আগ্রহী ভাই! আপনার পাপরাশী কি এ ব্যক্তির চাইতেও অধিক? অথচ তাকেও তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং হতাশা কেন?

বরং হে আমার মুসলিম ভাই! বিষয়টি এর চাইতেও বড়। আপনি আল্লাহ তা'আলার এই বাণীটি ভেবে দেখুন:

﴿ وَالَّذِيْنَ لاَيَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إلهاً آخرَ، ولاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أثَاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهاناً. إلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللهُ غَفُوْراً رَحِيْماً ﴾

"এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন ইলাহকে আহবান করে না। আল্লাহ যাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত হত্যা করতে হারাম করেছেন তারা তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না, যে ব্যক্তি এসকল কাজ করে থাকে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামত দিবসে তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে হীন অবস্থায় চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। কিন্তু যারা তওবা করে ঈমানদার হয় এবং সৎ আমল করে আল্লাহ তাদের অপকর্মগুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুত: আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল পরম করুণা নিধান।" (সূরা আল ফুরকান - ৬৮-৭০)

"আল্লাহ তাদের অপকর্ম গুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন।" আল্লাহ তা'আলার এই বাণী সম্পর্কে একটু চিন্তা করলে তাঁর বিশাল অনুগ্রহ আপনার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আলেমগণ বলেন,

পরিবর্তন দু'প্রকারের:

প্রথমঃ অসৎ কর্মগুলোকে সৎকর্ম দ্বারা পরিবর্তন করা। যেমন শিরককে ঈমান দ্বারা, ব্যভিচারকে পবিত্রতা ও সতীত্ব দ্বারা, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা, খিয়ানতকে আমানত দ্বারা --- ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ঃ খারাপ কাজগুলোকে কিয়ামত দিবসে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করা।

ভেবে দেখুন আল্লাহর এই বাণীটি- "আল্লাহ তাদের অপকর্ম গুলোকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন।" এখানে তিনি একথা বলেননি যে

প্রত্যেক অসৎকর্মকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করবেন। হতে পারে পরিবর্তিত পুণ্য সংখ্যায় কম বা বেশী বা বরাবর হবে বা এই পরিবর্তন পদ্ধতিগতও হতে পারে। তওবাকারীর সত্যতা ও তার তওবার পূর্ণতার উপর তা নির্ভর করে। এর চাইতে বড় অনুগ্রহ আর কি হতে পারে ?

এ ছাড়া নিম্ন লিখিত সুন্দর হাদীস খানিতে মহান আল্লাহর করুণার আরো বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়:

আবদুর রহমান ইবনে যুবাইর- সাহাবী আবু তাবীল শাতাব (রা:) থেকে বর্ণনা করেন- তিনি অধিক লম্বা এবং অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন- তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে আসলাম।

(অন্য বর্ণনায় এসেছে- একজন অতিশয় বৃদ্ধ দুর্বল ব্যক্তি আগমন করল- তার ভ্রুযুগলের চুল চক্ষুদ্বয়কে ঢেকে নিয়েছে এবং সে লাঠিতে ভর দিয়ে চলা ফেরা করে। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সম্মুখে দন্ডায়মান হল।) অতঃপর বলল, জনৈক ব্যক্তি সব ধরনের পাপকর্ম করেছে, ছোট বড় কোন পাপই সে ছাড়ে নি- অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছে। (অন্য বর্ণনায় এসেছে - সে এত অধিক পাপ কামাই করেছে, যদি উহা পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত তবে সকলে ধ্বংস হয়ে যেত) আপনি কি মনে করেন- এরূপ ব্যক্তির জন্য তওবার কোন সুযোগ আছে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রশ্ন করলেন: **তুমি কি ইসলাম গ্রহন করেছো?** সে বলল: আমার কথা তো এটা যে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন মাবুদ নেই এবং নি:সন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসুল। তিনি বললেন: **নেক কাজসমূহ করতে থাক এবং খারাপ কাজগুলো পরিত্যাগ কর। আল্লাহ তা'আলা তোমার সবকিছু (পাপসমূহ) নেকীতে পরিণত করে দিবেন।**

সে বলল, আমার ধোকাবাজীগুলো এবং অশ্লীল কর্মগুলোও? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একথা শুনে সে 'আল্লাহু আকবার' বলল এবং তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। (ত্বাবারানী ও বায্যার, সনদ শক্তিশালী ও গ্রহণ যোগ্য)

** এ ক্ষেত্রে তওবাকারী ব্যক্তি প্রশ্ন করতে পারে: আমি যখন পথভ্রষ্ট ছিলাম- নামায আদায় করতাম না, **ইসলাম ধর্মের বাইরে থেকে কিছু সৎ আমলও করেছি।** তওবার পর সেগুলো কি গ্রহণীয় হবে? না কি বিনষ্ট হয়ে ধুলিকনায় মিশে যাবে?

এ প্রশ্নের জবাব: উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে বর্ণিত, হাকীম ইবনে হিযাম (রা:) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বললেন: হে আল্লাহর রাসুল! দেখুন আমি জাহেলিয়াতে (কাফের অবস্থায়) কিছু সৎকর্ম করতাম। যেমন দান-সদকা, দাসমুক্তি, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ইত্যাদি। এ কাজগুলোর প্রতিদান কি আমাকে দেয়া হবে? তিনি বললেন:

(أَسْلَمْتَ عَلَى ما أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ)

"তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো এই ভিত্তির উপর যে, পূর্বকৃত নেক কাজ তোমার জন্য অবশিষ্ট থাকবে।" (সহীহ বুখারী)

অতএব- পাপগুলো মোচন করে দেয়া হল, পাপ কর্মগুলোকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করা হল। আর জাহেলিয়াত বা অজ্ঞতার সময় কৃত সৎ আমলগুলোও অবশিষ্ট রইল। তাহলে আর কি চাই?

পাপ কর্ম হয়ে গেলে আমি কি করব

আপনি হয়তো বলবেন, আমা থেকে যদি কোন পাপ হয়ে যায় তাহলে সরাসরি তা থেকে কি ভাবে তওবা করব? এবং তাৎক্ষণিক আমাকে কি করতে হবে?

উত্তর: পাপ কর্ম পরিত্যাগ করে নিম্নলিখিত দুটি কাজ করা উচিত।

প্রথমত: অন্তরের কাজ। তা হলো আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া এবং পূনরায় উক্ত কাজে ফিরে না আসার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া। এরূপ করা আল্লাহ ভীতি থেকেই হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ। তা হল বিভিন্ন ধরনের সৎকর্মে লিপ্ত হওয়া। তম্মধ্যে একটি হচ্ছে (صــلاة التوبــة) ছলাতুত্ তওবা বা তওবার নামায। উহার পদ্ধতি হচ্ছেঃ

আবু বকর (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ

(مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْباً ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْــتَغْفِرِ اللهَ إلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ)

“কোন ব্যক্তি যদি কোন পাপকর্ম করে ফেলে অতঃপর সে পাক-পবিত্র হয়ে দু’রাকাআত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন।” অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ

﴿وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوْا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾

“এবং তারা যখন কোন অশ্লীল কর্ম করে অথবা নিজেদের উপর অবিচার করে। (তখন) আল্লাহকে স্মরণ করে তাঁর কাছে নিজেদের কৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ব্যতীত কে-ই বা পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন? আর তারা জ্ঞান বশতঃ নিজেদের অপরাধের উপর

স্থিতিশীল থাকে না।” (আলে ইমরান- ১৩৬) হাদীসটি বর্ণনা করেন (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ) (সহীহ তারগীব তারহীব হা/৬৭৭)

ছলাতুত্ তওবা বা তওবার নামাযের জন্য পাপ মোচনকারী দু'রাকাত নামাযের অপর একটি পদ্ধতি সম্পর্কে বিশুদ্ধ অন্য একটি রেওয়ায়েত এসেছে। সংক্ষেপে রেওয়ায়েতটি নিম্নরূপঃ

১) যে কোন ব্যক্তি যদি ওজু করে এবং ওজুর প্রতিটি কাজ সুন্দরভাবে সম্পাদন করে (কেননা ধৌতকৃত অঙ্গের পাপ সমূহ পানির সাথে বা পানির শেষ কাতরার সাথে ঝরে পড়ে)।

উত্তম ওজু হল এরূপ- ওজুর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলবে এবং পরে নির্দিষ্ট আযকার পাঠ করবে। উহা হল:

أ– (أَشْهَدُ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَــهُ وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّــدًا عَبْــدُهُ وَرَسُوْلُهُ)– رواه مسلم

ب– (اللهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ) رواه الترمذي

ج– (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة.

ক) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। (মুসলিম)

খ) হে আল্লাহ! আমাকে তওবা কারীদের অন্তর্ভূক্ত কর এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের শামিল কর। (তিরমিযী)

গ) তুমি অতি পবিত্র হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি। (নাসাঈ, ত্বাবারানী)

(উল্লেখিত দু'আগুলো ওজুর পর পাঠ করলে প্রতিটির জন্যই বিরাট পুরস্কার রয়েছে।) **অতঃপর-**

২) দু'রাকাত নামায আদায় করবে।

৩) তাতে হৃদয়-মন উপস্থিত রাখবে এবং পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করবে।

৪) কোন প্রকার ভুল করবে না।

৫) কোন প্রকার আত্মালাপ করবে না।

৬) অতিব বিনয়ী হবে এবং (প্রয়োজনীয়) যিক্র সুন্দর ভাবে আদায় করবে।

৭) অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

তাহলে তার ফল হবেঃ-

১) পূর্বকৃত যাবতীয় পাপ ক্ষমা করা হবে।

২) এবং তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যাবে।

(সহীহ্ তারগীব ও তারহীব ১/৯৪-৯৫)

অতঃপর নেক এবং আনুগত্যের কাজ সমূহ বেশী বেশী করে করবে।

দেখুন না! ওমর (রা:) হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলেন, অতঃপর পরবর্তীতে অনুভব করলেন যে, তিনি ভুল করেছেন তখন- তিনি বলেন, অতঃপর আমি কতগুলো সৎকার্য সম্পাদন করে নিয়েছি- যাতে করে আমার উক্ত পাপ মোচন হয়ে যায়।

এমনি ভাবে নিম্ন লিখিত বিশুদ্ধ হাদীসে প্রদত্ত উদাহরণটি লক্ষ্য করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এরশাদ করেনঃ

(إنَّ مَثَلَ الَّذِيْ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ، قَدْ خَنَقَتْهُ، ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْكَفَّتْ حَلَقَةٌ، ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَى فَانْكَفَّتْ الأُخْرَى حَتَّى يَخْرُجَ إلَى الأَرْضِ)

“যে ব্যক্তি অসৎকর্মে লিপ্ত হওয়ার পর সৎকর্ম সম্পাদন করে তার উদাহরণ এমন ব্যক্তির সাথে, যে একটি সংকীর্ণ লৌহবর্ম[১] পরিধান করেছে। যা তার শ্বাস রুদ্ধ করছে এবং কণ্ঠনালী চেপে ধরছে। অতঃপর যখন সে একটি সৎকাজ করে তখন একটি বেড়ী খুলে যায়, দ্বিতীয়বার সৎকাজ করলে দ্বিতীয় বেড়ী খুলে যায় এভাবে একসময় সে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে।” (ত্ববারানী কাবীর, সহীহুল জামে হা/ ২১৯২)

সুতরাং সৎকর্ম পাপাচারীকে পাপের কারাগার থেকে মুক্ত করে দেয় এবং নিয়ে যায় আনুগত্যের বিশাল জগতে।

হে ভাই! নিম্নে শিক্ষণীয় ঘটনাটি সংক্ষেপে আপনার জন্য উদ্ধৃত করা হলঃ

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে এসে বললঃ হে আল্লাহর রাসুল! এক বাগানে আমি একজন মহিলাকে পেয়ে যাই। অতঃপর যৌনমিলন ব্যতীত তার সাথে সব কিছুই করি। তাকে চুম্বন করেছি এবং জড়িয়ে ধরেছি এবং এর অতিরিক্ত কিছু করি নি। অতএব (শাস্তির জন্য) আমার সাথে আপনি যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে কিছুই বললেন না। লোকটি চলে গেল। তখন ওমর (রা:) বললেনঃ আল্লাহ তার ব্যাপারটি গোপন রেখেছেন, সেও যদি উহা গোপন রাখতো! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন অতঃপর বললেনঃ লোকটিকে ফিরিয়ে নিয়ে আস। তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে এই আয়াত পড়ে শোনালেনঃ

﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيْ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِيْنَ ﴾

---

[১] লোহার তৈরী এক ধরনের দেহাবরণ, যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার জন্য যোদ্ধা তা ব্যবহার করে থাকে।

"দিনের দুই প্রান্তের নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতেরও প্রান্তভাগে, পুণ্যকাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়। যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য ইহা একটি মহা স্মারক।" (সূরা হুদ-১১৪)
তখন মুআয (রা:) বললেন, অন্য বর্ণনায় এসেছে ওমর (রা:) বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল এ বিধান কি শুধু তার জন্যই, নাকি সকল মানুষের জন্য? তিনি বললেনঃ (بَلْ لِلنَّاسِ كَافَّةً) "বরং এ বিধান সকল মানুষের জন্য।" (সহীহ মুসলিম)

দুরাচারগণ আমার উপর আক্রমণ করে

আপনি হয়তো বলবেন আমি তো তওবা করতে চাই কিন্তু আমার অসৎ সঙ্গীগণ চারদিক থেকে আমার উপর আক্রমণ করে। আমার মাঝে কোন পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারলেই তারা আমার উপর জঘন্যভাবে আক্রমন করে, তখন আমি নিজেকে খুবই দুর্বল অনুভব করি। এ ক্ষেত্রে আমি কি করব....?
আমরা আপনাকে বলব– সবর করুন। এটাই আল্লাহর নীতি। এভাবেই তিনি তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন, যাতে

জানা যায় কে সত্যবাদী, আর কে মিথ্যাবাদী। আর এভাবেই আল্লাহ পবিত্র থেকে অপবিত্র পার্থক্য করে থাকেন।

যখন আপনি সত্য পথের দ্বারপ্রান্তে পা রেখেছেন তখন দৃঢ়তা অবলম্বন করুন। জিন এবং মানুষের মধ্য থেকে এরা শয়তান। তারা পরস্পরকে কুপ্ররোচনা দিয়ে থাকে। তারা চায় আপনাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে। আপনি তাদের অনুসরণ করবেন না।

প্রথম প্রথম তারা আপনাকে এও বলবে যে, এটা আপনার মাতলামী যা অচিরেই দূর হয়ে যাবে এবং এটা একটা আকস্মিক ঘটনা। আর আশ্চর্যের বিষয় যে, তার তওবার শুরুর দিকে তারা স্বীয় সাথীদেরকে বলে- তওবা করে এ লোক কত বড়ই না অন্যায় করেছে!!

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার যে, তার সাথীদের মধ্যে থেকে কেউ যদি তার সাথে টেলিফোনে বাক্যালাপ করে, আরে সে তাকে এরূপ বলে যে, আমি তওবা করে নিয়েছি। আর পাপ কর্মে জড়াতে চাই না। আমাকে পাপের পথে আর ডাকবেন না। তাহলে কিছু দিন পর সে যোগাযোগ করে জানতে চায়- সম্ভবত: আপনার ওয়াস্‌ওয়াসা (তওবা করার কুচিন্তা) দূর হয়েছে? (অতএব ফিরে আসুন সেই আগের জগতে।) এর হচ্ছে মানুষরূপী শয়তান। এ সমস্ত সাথীদের থেকে পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ. مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ.﴾

"বলুন, আমি আশ্রয় নিচ্ছি মানুষের পালন কর্তার, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বুদের। আত্মগোপন কারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে। যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। জিন এবং মানুষের মধ্য থেকে।" (সূরা নাস ১-৬)

এবার আপনি ভেবে দেখুন, আপনার প্রতিপালক আনুগত্যের বেশী হকদার না সেই পাপিষ্ঠ সঙ্গী-সাথীগণ?

আপনার জেনে রাখা উচিৎ যে, অচিরেই চারদিক থেকে তারা অবশ্যই আপনার অনুগমন করবে এবং ভ্রষ্টতার পথে প্রত্যাবর্তন করার জন্য নানা পন্থায় প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাবে। তওবা করার পর জনৈক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, তার এক অসৎসঙ্গী ছিল। যখনই সে মসজিদের পথে চলত সে তখন তার গাড়ীর চালককে নির্দেশ দিত আমার পিছু নিতে। অতঃপর গাড়ির জানালা দিয়ে সে আমাকে আহবান করত। এ ক্ষেত্রেই-

﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِيْ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِيْ الآخِرَةِ ﴾

"আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা পার্থিব জীবনে এবং পরকালে দৃঢ় ও মজবুত রাখেন।" (সূরা ইব্রাহীম-২৭)

তারা আপনাকে অতীতের স্মরণে নিয়ে যাবে, পূর্বের দুস্কৃতি গুলো সুসজ্জিত করে সামনে নিয়ে আসবে এবং এ ক্ষেত্রে নানা প্রকার কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করবে। বিভিন্ন ধরনের স্মৃতি.. নিদর্শন ছবি.. পত্রালাপ .. যোগাযোগ ইত্যাদি। আপনি তাদের অনুসরণ করবেন না। তাদের ফেৎনা থেকে সদা সতর্ক থাকবেন। এক্ষেত্রে একজন সম্মানিত সাহাবী কা'ব ইবনে মালিক (রা:)এর ঘটনাটি স্মরণ করবে। তিনি তাবুক যুদ্ধ হতে (কোন কারণ ছাড়াই) অনুপস্থিত থেকেছিলেন। তখন আল্লাহর ফায়সালা আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সমস্ত সাহাবী (রা:)কে তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (এমন কি সালাম কালামও নয়) এ সময় গাস্সান এলাকার কাফের বাদশাহ্ তাঁর কাছে চিঠি পাঠালঃ "পর কথা হলো, আমরা সংবাদ পেয়েছি যে, তোমার সাথী (মুহাম্মাদ ﷺ) তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনার জীবন এবং বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। সুতরাং

তুমি আমাদের নিকট এসে যাও। আমরা তোমাকে সহায্য করব।" এই কাফের তাঁকে ধন সম্পদের লোভ দেখিয়ে মদীনা থেকে বের করতে চেয়েছিল। যাতে করে তিনি কাফের রাষ্ট্রে তাদের সাথে নষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

এখন লক্ষ্য করুন সম্মানিত এই সাহাবীর জবাব কি ছিল? তিনি বলেনঃ পত্র পড়ে আমি ভাবলাম এটি আরেকটি পরীক্ষা। তাই আমি সংকল্প করলাম উহা জ্বলন্ত চুলায় ফেলে দেয়ার। অতঃপর আমি পত্রটি আগুনে পুড়িয়ে ফেললাম ।

এ ভাবেই দৃঢ় সংকল্প হোন হে মুসলিম নর-নারী! কোন পাপাচারীর পক্ষ থেকে আপনার কাছে যা প্রেরণ করা হয় তা জ্বালিয়ে দিন। তা পুড়িয়ে ভস্ম করে দিন। আর সে মুহূর্তে স্মরণ করুন পরকালে জাহান্নামের আগুনের ভয়াবহতার কথা।

﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلاَ يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لاَ يُوْقِنُوْنَ ﴾

"অতএব ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহর অঙ্গিকার সত্য। যারা বিশ্বাসী নয়, তারা যেন তোমাকে বিচলিত করতে না পারে।" (সূরা রুম-৬০)

ওরা আমাকে ধমকায়

আমি তওবা করতে চাই, কিন্তু আমার পুরানো বন্ধুগণ আমাকে ধমকায়। প্রকাশ্যে মানুষের মাঝে আমাকে লাঞ্ছিত করতে চায়। ভদ্র জনসমক্ষে আমার গোপন বিষয়গুলো ফাঁস করে দিতে চায়। তাদের নিকট আমার কিছু ছবি, কিছু গোপনীয় প্রমাণ পত্র রয়েছে। আমি আমার মর্যাদা ও খ্যাতি সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। এবং এ ব্যাপারে আমি ভীত-সন্ত্রস্ত!!

আমরা আপনাকে বলবঃ শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন। নিশ্চয় শয়তানের ষড়যন্ত্র সর্বদাই দুর্বল। এগুলো শয়তানের সহচর এবং তার সহযোগীদের পক্ষ থেকে আপনার উপর প্রেসার ও পরোক্ষ পীড়ন, যা আপনার বিরুদ্ধে একত্রিত করা হয়েছে। কিন্তু মু'মিনের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সামনে এ সকল ষড়যন্ত্র স্থান পাবে না বরং তা তৃণ-লতার ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে শেষ হয়ে যাবে।

জেনে রাখুন, আপনি যদি তাদের সাথে চলা ফেরা করেন, তাদেরকে সুযোগ দেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে তারা আরো অধিক প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। এতে সার্বিকভাবে আপনিই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। তাই তাদের অনুসরণ অনুকরণ থেকে বিরত হোন। তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করুন। পাঠ করুন (حَسْبِيَ اللهُ نِعْمَ الْوَكِيْــــلُ) "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম ব্যবস্থাপক।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন কওমের অনিষ্টকে ভয় করতেন তখন এই দোয়া পড়তেনঃ

(اللهمَّ إناَّ نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ ، وَ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ)

"হে আল্লাহ! তাদের (শত্রুদের) মোকাবেলায় আমরা তোমাকে রাখছি (তোমাকে সাহায্যকারী গ্রহণ করছি) এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার দরবারে আশ্রয় চাইছি।" (আহমদ, আবু দাউদ, সহীহুল জামে হা/৪৫৮২)

একথা সত্য যে, পরিস্থিতি খুবই কঠিন। এই তওবাকারীনি বেচারীর অবস্থা দেখুন। (পূর্বের) অসৎসঙ্গী তার সাথে যোগাযোগ করে তাকে ধমকিয়ে বলে- তোমার কথাবার্তা রেকর্ড করে রেখেছি, তোমার ছবিও আমার কাছে রয়েছে। আমার সাথে যদি সম্পর্ক না রাখ, বের না হও তবে তোমার পরিবারে এগুলো ফাঁস করে দিয়ে তোমাকে অপদস্ত করব।

সত্যই এই রমণীর পরিস্থিতি খুবই নাজুক। সে এমন অবস্থানে রয়েছে যা কারুরই কাম্য নয়!

আবার শয়তানের চেলা চামুন্ডাদের যুদ্ধের পদ্ধতি দেখুন, কোন গায়ক বা গায়িকা অথবা অভিনেতা বা অভিনেত্রী যদি তওবা করে আল্লাহর পথে ফিরে আসে- তবে শয়তানের দল তাদের পূর্ব প্রকাশিত ন্যাক্কার বিষয়গুলো অধিকহারে বাজারজাত করে- তাকে প্রেসার দেয়ার জন্য এবং মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত করার জন্য। কিন্তু আল্লাহ পরহেজগারদের সাথে আছেন। তওবাকারীদেরকে সাহায্য করে থাকেন। তিনি মু'মিনদের বন্ধু। তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করেন না। তাদের থেকে পৃথকও হন না। বান্দা তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে কখনই বিফল ও নিরাশ হয় না। জেনে রাখুন কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে। দুঃখের পরেই সুখ এবং সংকীর্ণতার পরেই প্রশস্ততা।

হে তওবাকারী প্রিয় ভাই! নিম্নলিখিত হৃদয়স্পর্শী ঘটনাটি আমরা আপনার সামনে পেশ করছি। যা খুবই প্রভাব সম্পন্ন এবং আমাদের দাবীর পক্ষে একটি স্পষ্ট সাক্ষ্য।

ঘটনাটি প্রখ্যাত সাহাবী মারছাদ ইবনে আবু মারছাদ আল গানাবী আল ফেদায়ী (রা:) এর। তিনি রাতের আঁধারে গোপনে দুর্বল মুসলমানদেরকে (হিজরতের উদ্দেশ্যে) মক্কা থেকে মদীনায় পালিয়ে যাওয়াতে সহযোগিতা করতেন। মারছাদ ইবনে আবী মারছাদ নামে তাঁর পরিচিতি ছিল। তিনি এমন একজন মানুষ ছিলেন যে, তিনি মক্কায় (মুসলমান) বন্দীদেরকে নিয়ে মদীনায় পৌঁছে দিতেন। তিনি বলেনঃ মক্কায় একজন পতিতা ছিল। তার নাম আনাক। সে (একসময়) আমার বান্ধবী ছিল। একদা আমি মক্কার মুসলমান বন্দীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তিকে মদীনা পৌঁছে দেয়ার ওয়াদা করেছিলাম। (সে উদ্দেশ্যে) এক চাঁদনী রাতে মক্কার কোন এক প্রাচীরের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এ

অবস্থায় আনাক সেখানে উপস্থিত। সে প্রাচীরের পাশে আমার ছায়া দেখে আমার দিকে আসল এবং আমাকে চিনে ফেলল। বললঃ মারছাদ নাকি? আমি বললামঃ হ্যাঁ মারছাদ। সে বললঃ মারহাবা স্বাগতম। এসো, আজ রাত আমার এখানে কাটিয়ে যাও। আমি বললামঃ ওহে আনাক! আল্লাহ তা'আলা যেনা (ব্যভিচার) হারাম করেছেন। এ কথা শুনে সে চিৎকার দিয়ে উঠল- হে খিমাবাসী! এ লোক তোমাদের বন্দী নিয়ে পালাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ আট জন লোক আমার পিছু নিল। আমি খান্দামা[১] পাহাড়ের পথ ধরলাম অতঃপর একটি গুহায় আত্মগোপন করলাম। ওরাও আমার পিছু ধাওয়া করে সে স্থান পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এমনকি তারা আমার মাথার উপর এসে দাঁড়ালো, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখার ব্যাপারে তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন। ফলে তারা ফিরে গেল। আর আমি সেখান থেকে বের হয়ে আমার বন্দী সঙ্গীটির কাছে পৌঁছলাম অতঃপর তাকে বহন করে রওয়ানা দিলাম। লোকটি খুবই ভারী মানুষ ছিল। তাকে নিয়ে যখন ইযখের স্থানে পৌঁছলাম তখন তার বেড়ীগুলো খুলে দিলাম। তাকে বহন করতে যেয়ে আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়ি।

শেষ পর্যন্ত আমি মদীনায় পৌঁছে গেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর দরবারে এসে আরজ করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আনাককে বিবাহ করব? কথাটি দু'বার বললাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নীরব থাকলেন এবং আমার কথার কোন জবাব দিলেন না। এমন সময় এই আয়াতটি অবতীর্ন হলঃ

﴿الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، والزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾

ব্যভিচারী ব্যক্তি কেবলমাত্র ব্যভিচারিনী অথবা মুশরিক মহিলাকেই বিবাহ করবে এবং ব্যভিচারিনীকে ব্যভিচারী ব্যক্তি বা একজন মুশরিক পুরুষই শুধু বিবাহ করতে পারে। (সূরা নূর-৩)

---

[১] . খানদামা মক্কা প্রবেশের পথে পরিচিত একটি পাহাড়ের নাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ মারছাদ! ব্যভিচারী ব্যক্তি কেবলমাত্র ব্যভিচারিনী অথবা মুশরিক নারীকেই বিবাহ করতে পারে। এবং ব্যভিচারিনীকে শুধুমাত্র একজন ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক ব্যক্তিই বিবাহ করে থাকে। সুতরাং তুমি তাকে বিবাহ কর না। (সহীহ সুনান তিরমিযী)

আপনি কি দেখলেন, কিভাবে আল্লাহ ঈমানদার ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে প্রতিহত করেন এবং পুণ্যশীলদেরকে সহযোগিতা করেন?

আর অবস্থা যদি খুবই খারাপ হয় এবং আপনি যা আশংকা করছেন তাই ঘটে যায় অথবা কোন কথা রটে যায় তবে এ অবস্থায় যদি উক্ত বিষয় স্পষ্ট করার দরকার পড়ে তবে সে ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে দিন। পরিস্কার বলে দিন- হ্যাঁ বাস্তবিকই আমি গুণাহগার ছিলাম। এখন আল্লাহর দরবারে তওবা করেছি। অতএব বল তোমরা এখন কি চাও?[১]

আমাদের সকলের একথা স্মরণ করা উচিত যে, প্রকৃত লাঞ্ছনা তো তাই যা কিয়ামত দিবসে মহান আল্লাহর সম্মুখে হতে হবে। সে দিনের অপমান হল সবচাইতে বড় অপমান। উহা শ-দুশ বা হাজার-দু হাজারের সামনে নয় বরং সে দিবসে উপস্থিত সকলের সামনে।

---

[১] বরং এভাবে নিজের ত্রুটির স্বীকৃতি দেয়া নবীদের সুন্নাত। যখন মুসা (আ:) ফেরাউনকে হেদায়াত করতে গিয়েছিলেন, আর ফেরাউন তাঁকে কিবতী হত্যার অপরাধের কথা স্মরণ করিয়েছিল তখন তিনি জবাবে বলেছিলেনঃ

(فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنْ الضَّالِّيْنَ)

“আমি সেই অপরাধ তখনই করেছি যখন আমি বিভ্রান্ত ছিলাম।” (সূরা শুআরা-২০) তাছাড়া কিবতী হত্যার পর তিনি মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আও করেছিলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক আমি তো নিজের প্রতি যুলুম করেছি। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি তাঁকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি অতিব ক্ষমাশীল অতিব করুণাময়।” (সূরা কাসাস-১৬)– অনুবাদক।

সৃষ্টিকুল ফেরেশ্‌তা, জিন এবং মানবকুল আদম (আ:) হতে পৃথিবীর শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত সকলের সামনে অপমান- লাঞ্ছিত হতে হবে।
সুতরাং আসুন আমরা ইব্রাহীম (আ:) এর এই দু'আটি পাঠ করিঃ

﴿ولاَ تُخزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ، يَوْمَ لاَيَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُوْنَ، إلاَّ مَّنْ أَتَـــى الله بِقَلْـــبٍ سَلِيْمٍ﴾

(হে আমার প্রতিপালক!) আমাকে পূণরুত্থান দিবসে লাঞ্ছিত করো না। যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনই কাজে আসবে না। সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে। (সূরা শুআরা ৮৭-৮৯)

এবং এ ধরনের বিপদসংকূল মুহূর্তে নবী করীম ﷺ এর এই দু'আটি পাঠের মাধ্যমে নিজেকে হেফাজত করিঃ

(اللهمَّ استُرْ عَوْرَاتِنا وآمِنْ رَوْعاَتِناَ. اللهمَّ اجْعَلْ ثَأْرَناَ عَلى مَنْ ظَلَمَناَ، وانْصُرْناَ عَلى مَنْ بَغىَ عَلَيْناَ . اللهمَّ لاَتُشْمِتْ بِناَ الأَعْدَاءَ وَلاَ الحاَسِدِيْنَ.)

"হে আল্লাহ! আমাদের গোপন (লজ্জাকর) বিষয়গুলো ঢেকে রাখ, আমাদের আশংকাজনক বিষয়গুলোতে নিরাপত্তা দাও। হে আল্লাহ! যে আমাদের উপর জুলুম করে তুমি তার প্রতিশোধ নাও। যে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। হে আল্লাহ! শত্রু এবং হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিদেরকে এমন সুযোগ দিওনা যে আমাদেরকে নিয়ে তারা হাঁসি ঠাট্টা করবে।"

আমার পাপসমূহ আমার জীবনকে বিষাদময় করে দিয়েছে

আপনি হয়তো বলবেন, আমি অনেক পাপে লিপ্ত হয়েছি। অতঃপর আল্লাহর কাছে তওবা করেছি- কিন্তু আমার পাপসমূহ যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং সর্বদা আমার অনুগমন করছে। কৃতকর্মের স্মরণ আমার জীবনকে স্ফূর্তিহীন করে দিচ্ছে। শয্যাকে নিদ্রাহীন করে দিচ্ছে। সারা রাত পেরেশানী এবং উদ্বিগ্নতায় আমার সমস্ত প্রশান্তি নস্যাৎ করে দিচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় আমার আন্তরিক স্থিরতা অর্জনের পন্থা কি?

হে মুসলিম ভাই! আমি আপনাকে বলবঃ আপনার এই অনুভূতি গুলোইতো আপনার প্রকৃত তওবার নিদর্শন। এরই নাম তো আত্মগ্লানি। আর আত্মগ্লানি মানেই তওবা। এ কারণে পূর্বকৃত আমলের প্রতি আশার দৃষ্টি দিবেন। এই আশা যে, করুণাময় আপনাকে ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহর করুণা থেকে নিরাশ হবেন না। তার রহমত থেকে হতাশ হবেন না। তিনি এরশাদ করেনঃ

﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّوْنَ ﴾

“আর আপন প্রতিপালকের রহমত থেকে কেবলমাত্র পথভ্রষ্ট লোকেরাই নিরাশ হয়।” (সূরা হিজর-৫৬)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেনঃ

(أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ، وَالْقُنُوْطُ مِـــنْ رَحْمَـــةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ)

“সবচেয়ে বড় পাপ বা কাবীরাগুণাহ সমূহ হলঃ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা, আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ বোধ করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ থাকা এবং আল্লাহর করুণা থেকে হতাশ হওয়া।”

(অত্র আছারটি ইমাম আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন এবং হায়ছামী ও ইবনে কাছীর তা ছহীহ্ বলেন।)

মু’মিন ব্যক্তি আল্লাহর পথে ভয়-ভীতি এবং আশা আকাংখার মধ্যে চলবে। কখনও প্রয়োজন অনুসারে এ দু‘টির একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিবে। যখন কোন অন্যায় করে ফেলবে তখন ভয়-ভীতির দিককে প্রাধান্য দিবে, যাতে করে তওবা করতে পারে। এবং যখন তওবা করবে তখন আশাবাদকে প্রাধান্য দিবে এবং সে কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

পাপের স্বীকারোক্তি কি আবশ্যক?

প্রশ্নকারী দুঃখিত স্বরে হয়তো বলতে পারেন, আমি তওবা করতে চাই কিন্তু এওকি আমার উপর ওয়াজিব যে, কৃত পাপসমূহ সম্পর্কে নিজে গিয়ে স্বীকারোক্তি দিতে হবে?

আমার তওবার জন্য এটাও কি শর্ত যে, প্রতিটি পাপকর্ম সম্পর্কে আদালতে বিচারকের কাঠগড়ায় গিয়ে স্বীকার করতে হবে এবং নির্ধারিত দন্ডের জন্য প্রার্থনা জানাতে হবে?

ইতিপূর্বে মায়েয আসলামী, গামেদী মহিলা এবং বাগানে এক মহিলাকে চুম্বুনকারী জনৈক ব্যক্তির যে ঘটনাসমূহ আলোচিত হয়েছে- এগুলোর অর্থ কি? এ থেকে তো বুঝা যায় তাদের মত স্বীকারোক্তি দেয়া আমার উপরও আবশ্যক?

হে মুসলিম ভাই! এর জবাবে আমি আপনাকে বলতে চাইঃ এই মহান তাওহীদী ধর্মের বৈশিষ্ট্যই এরূপ যে, বান্দা তার প্রতিপালকের সাথে কোন মাধ্যম ছাড়াই যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। আর এ কথাটি মহান আল্লাহ পসন্দ করে এরশাদ করছেনঃ

﴿ وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾

"(হে নবী) আমার বান্দাগণ যখন আমার ব্যাপারে আপনাকে জিজ্ঞেস করে (আপনি বলে দিন) আমি তো নিকটেই রয়েছি, আহবানকারী যখন আমাকে আহবান করে, তখন তার আহবানে আমি সাড়া দেই।" (সূরা বাক্বারা - ১৮৬)

আমরা যখন ঈমান এনেছি যে তওবা আল্লাহর জন্যই করছি, তখন স্বীকারোক্তিও আল্লাহর কাছেই হতে হবে। সাইয়েদুল ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনার প্রধান) দু'আর মধ্যে রয়েছে ঃ

(أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ)

"আমার প্রতি আপনার নিয়ামতসমূহ স্বীকার করছি এবং আমার পাপের কথাও আমি স্বীকার করছি।"

আর আল্লাহর শুকরিয়া যে আমরা খৃষ্টানদের মত নই। পাদ্রী স্বীকারোক্তি চেয়ার অতঃপর ক্ষমার চেক ..... প্রভৃতি হাস্যকর কর্ম পদ্ধতি।[১]

বরং মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেনঃ

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوْ أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾

"তারা কি জানে না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবূল করে থাকেন।" (সূরা তওবা- ১০৪) অর্থাৎ কোন মাধ্যম ছাড়াই তিনি বান্দার তওবা কবূল করে থাকেন।

থাকলো দন্ডবিধি প্রয়োগের ব্যাপার। ঘটনাটি যদি রাষ্ট্র প্রধান, বা শাসক বা বিচারক পর্যন্ত না পৌঁছে তবে কারো উপর আবশ্যক নয় যে সে

[১]. খৃষ্টানদের মধ্যে যদি কেউ কোন অন্যায় বা পাপ কর্মে লিপ্ত হয়, অতঃপর তাদের ধর্মগুরু বা পাদ্রীর নিকট গিয়ে স্বীয় পাপের স্বীকারোক্তি পেশ করে, তবে পাদ্রী তাকে নির্দিষ্ট একটি চেয়ারে বসান। অতঃপর তিনি খুশি হলে তাকে ক্ষমার একটি চেক দিয়ে দেন। তখন সে সম্পূর্ণ পাপ মুক্ত হয়ে সেখান থেকে বের হয়!!- অনুবাদক

তাদের নিকট আসবে এবং স্বীয় কৃতকর্মের স্বীকারোক্তি দিবে। আল্লাহ যার ব্যাপারটি গোপন রেখেছেন সে উহা নিজের কাছে গোপন রাখবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহ এবং তার মাঝে তওবাই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলার নাম সমূহের মধ্যে একটি নাম হল (السِّـــتِّيْرُ) অর্থাৎ- গোপনকারী। আর তিনি বান্দার দোষ ত্রুটি গোপন রাখতে পছন্দ করেন।

ঐ সাহাবীগণ যেমন- মায়েয আসলামী ও গামেদীয়া মহিলা যারা ব্যভিচার করেছিল এবং বাগানে জনৈক মহিলাকে চুম্বনকারী ব্যক্তি- তাঁরা (রা:) কৃতকর্মের পর যা করেছিলেন তা তাদের উপর আবশ্যক ছিল না। মূলতঃ এর মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র করতে চেয়েছেন। একথার দলীল হল- মায়েয এবং গামেদীয়া মহিলা যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এর নিকট এসেছিলেন তখন প্রাথমিক অবস্থায় তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তাদের কথা শুনতে চান নি।

এমনভাবে চুম্বনকারী ব্যক্তির ব্যাপারে ওমর (রা:) বলেছিলেনঃ আল্লাহ তো তার ব্যাপারটি গোপন রেখেছিলেন, হায় সেও যদি তা গোপন রাখত। আর একথার সমর্থনে রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব ছিলেন।

আর তাই বান্দার ব্যাপারটি যখন তার প্রতিপালক গোপন রাখেন তখন কোন মতেই তার উপর আবশ্যক নয়- আদালতে যাওয়া এবং সরকারীভাবে স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা। অনুরূপভাবে কোন মসজিদের ইমামের কাছে গিয়ে স্বীকারোক্তি দিয়ে তার কাছে শাস্তি কামনা করাও জরুরী নয়। বা নিজগৃহে কোন বন্ধুর মাধ্যমে নিজেকে বেত্রাঘাত করারও প্রয়োজন নেই। যেমনটি ধারণা কিছু লোকের মধ্যে পাওয়া যায়।

আর এ থেকেই তওবা কারীদের ব্যাপারে কতক মূর্খের জঘন্য অবস্থানের কথা জানা যায়। যেমন সংক্ষেপে নীচের ঘটনাটি এর প্রমাণঃ

জনৈক অপরাধী এক মসজিদের মূর্খ ইমামের নিকট গিয়ে তার কৃত অপরাধের কথা স্বীকার করেছিল। অতঃপর প্রার্থনা করেছিল এর সমাধান

কি হবে? ইমাম তাকে নির্দেশ দিল তুমি অবশ্যই আদালতে যাবে, সরকারীভাবে তোমার স্বীকারোক্তি রেকর্ড করবে। তোমার উপর নির্ধারিত দন্ড প্রয়োগ হবে অতঃপর তোমার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে। বেচারা যখন বুঝল তার পক্ষে এ নির্দেশ অনুসারে কাজ করা সম্ভব নয় তখন তওবা থেকেই দূরে সরে গেল এবং পূর্বের অবস্থায় আবার ফিরে গেল।

এই সুযোগকে গনীমত মনে করে আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ নোট দিতে চাইঃ

হে মুসলিম ভাইগণ! নিঃসন্দেহে দ্বীনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা একটি আমানত, উক্ত আহকাম উপযুক্ত পাত্র থেকে অনুসন্ধান করাও একটি আমানত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেনঃ

﴿ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ ﴾

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে অজ্ঞ থাক তবে জ্ঞানীদেরকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করে তা জেনে নাও।" (সূরা নাহাল-৪৩)

তিনি আরো বলেনঃ (الرَّحْمنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيْـــراً) তিনিই পরম করুণাময়, তাঁর সম্বন্ধে যে পন্ডিত তাকে জিজ্ঞেস কর। (সূরা ফুরকান-৫৯)

(মনে রাখা উচিত) প্রত্যেক ওয়ায়েজ বা বক্তা ফতোওয়া দেয়ার যোগ্যতা রাখেন না। প্রত্যেক মসজিদের ইমাম বা মুআজ্জিনেরও এ যোগ্যতা নেই যে, মানুষের মাঝে বিবাদের ফায়সালার ব্যাপারে শরীয়তের (নির্দিষ্ট) বিধান বর্ণনা করতে পারেন। প্রত্যেক সাহিত্যিক বা কাহিনীকার এমন ক্ষমতা রাখেন না যে তিনি ফতোয়া নকল করতে পারেন। মুসলিম ব্যক্তি কার নিকট থেকে ফতোয়া গ্রহণ করল সে ব্যাপারে সে আল্লাহ্‌র দরবারে জিজ্ঞাসিত হবে এবং ফতোয়া প্রদানকারীও জিজ্ঞাসিত হবে। ফতোয়া বিষয়টি তা'আব্বুদীয়া (অর্থাৎ

এটি একটি ইবাদত, তাতে বিবেক প্রসূত ফায়সালার কোন স্থান নেই) এ কারণে রাসূসুলুল্লাহ ﷺ স্বীয় উম্মতের উপর বিভ্রান্তকারী ইমামদের থেকে ভয় করতেন।[১]

জনৈক পূর্বসূরী বলেছেনঃ নিশ্চয় এই ইলম হল ধর্ম, সুতরাং তোমরা লক্ষ্যকর কার নিকট থেকে ধর্ম গ্রহণ করছ। হে আল্লাহর বান্দা! এ সমস্ত পদস্খলনপূর্ণ বিষয় হতে সতর্ক থাকুন। নিজের জটিলতাপূর্ণ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞানে পারদর্শী বিদ্বানদেরকে তালাশ করুন। (বস্তুতঃ আল্লাহর নিকটেই সাহায্য কামনা করা হয়)।

❋ ❋ ❋ ❋

---

১ . অত্যন্ত দু:খ জনক অথচ বাস্তব কথা হল, বর্তমানে সবচেয়ে সস্তা ও সহজ বিষয় হল ফতোয়া।। মানুষ যেমন কে আলেম আর কে আলেম নয় বাছবিচার না করে যাকে তাকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করে; প্রশ্নকৃত ব্যক্তিও তেমনি আল্লাহকে ভয় না করে বিনা এলেমে উক্ত বিষয়ে দ্রুত ফতোয়া দিয়ে থাকে। অথচ ফতোয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্‌র নবী ﷺ বলেন, (مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَىَ بِهِ) "যে ব্যক্তি বিনা এলেমে ফতোয়া দিবে (যদি ভুল হয় তবে) যে ফতোয়া দিয়েছে তার উপর উক্ত পাপ বর্তাবে।" (আবূ দাঊদ, হাকেম, ছহীহুল জামে- হা/ ৬০৬৮) সুতরাং মুখে দাড়ি, গায়ে লম্বা জামা, মাথায় টুপি ও দীর্ঘ পাগড়ী দেখলেই সে আলেম এবং তার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা যাবে এমন নয়; আলেম হওয়ার জন্য কুরআন-সুন্নাহ্‌র জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এমনিভাবে ছহীহ্ জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্ ভীরু আলেম নির্বাচন করে তার কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা আবশ্যক।– অনুবাদক

তওবাকারীদের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়া

আপনি হয়তো বলবেনঃ আমি তওবা করতে চাই কিন্তু তওবার বিধান সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। তাছাড়া কতিপয় পাপ থেকে তওবা করার বিশুদ্ধ পন্থা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন আমার মাথায় ঘুর-পাক খাচ্ছে। আল্লাহর অধিকার সমূহ যা আমি বিনষ্ট করেছি তার ক্বাযা আদায় করার পন্থাই বা কি? মানুষের অধিকার সমূহ ফিরিয়ে দেয়ার পদ্ধতি কি? আছে কি ইত্যাদি প্রশ্নের সন্তোষ জনক জবাব?

হে আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী! আপনার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো পেশ করা হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ (১) আমি কখনো কোন পাপ করি অতঃপর তা থেকে তওবা করি। কিন্তু নাফসে আম্মারা আমাকে পরাজিত করে খারাপের দিকে নিয়ে যায় তখন পূণরায় আমি উক্ত পাপে লিপ্ত হয়ে যাই। এ অবস্থায় আমার পূর্বের তওবা কি বিনষ্ট হয়ে যাবে? আর আগের ও পরের পাপসমূহ কি আমার উপর অবশিষ্ট থেকে যাবে?

উত্তর ঃ অধিকাংশ বিদ্যান মত পোষণ করেন যে, তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য এরূপ শর্ত নেই যে, উক্ত পাপ পূণরায় তার দ্বারা সংঘটিত

হবে না। বরং তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো উক্ত পাপকর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা। কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং পূণরায় তাতে লিপ্ত না হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার করা।
অতঃপর পূণরায় যদি উক্ত পাপকর্মে লিপ্ত হয়েই যায়- তাহলে সে যেন নতুন একটি অন্যায় করল যার জন্য নতুন ভাবে তওবা করা আবশ্যক। এবং তার প্রথম তওবা বিশুদ্ধ।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্ন ঃ (২) কোন একটি পাপকর্ম থেকে তওবা করলে উহা কি বিশুদ্ধ হবে- অথচ সে অবস্থায় অপর একটি পাপকর্মে আমি লিপ্ত?

উত্তরঃ কোন একটি পাপকর্ম থেকে তওবা করলে উহা বিশুদ্ধ হবে যদিও ঐ অবস্থায় সে অন্য একটি পাপকর্মে লিপ্ত থাকে না কেন- যদি দ্বিতীয় পাপটি প্রথমটির প্রকারের না হয় এবং তার সাথে কোন সম্পর্ক যুক্তও নয়। উদাহরণ স্বরূপঃ যদি সুদ থেকে তওবা করে এবং মদ্যপান থেকে তওবা না করে তবে সুদ থেকে তওবা করা বিশুদ্ধ হবে। এর বিপরীতও অনুরূপ। কিন্তু যদি (ربا الفضل) বা 'বস্তুর উপর তাৎক্ষণিক গৃহীত সুদ' থেকে তওবা করে এবং (ربـــا النســـيئة) 'নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর (ঋণের উপর) গৃহীত সুদ' থেকে তওবা না করে তাহলে তার উক্ত তওবা গৃহীত হবে না।
অনুরূপ ভাবে যদি গাঁজা-ভাং থেকে তওবা করে কিন্তু মদ্যপানে লিপ্ত থাকে অথবা এর বিপরীত করে। অনুরূপভাবে কোন মহিলার সাথে ব্যভিচার থেকে তওবা করে কিন্তু অপরজনের সাথে উক্ত কাজে লিপ্ত থাকে তবে তাদের তওবা বিশুদ্ধ নয় এবং উহা কবুলও হবে না। তাদের কাজের ধরন তো শুধু এরূপ

যে তারা পাপ কর্মের একটি দিক পরিত্যাগ করলেও উক্ত পাপেরই দ্বিতীয় দিকে লিপ্ত রয়েছে। (মাদারেজুস্ সালেকীন)

❁ ❁ ❁ ❁

প্রশ্নঃ (৩) অতীতে আল্লাহ তা'আলার কিছু অধিকার পরিত্যাগ করেছি। যেমন- নামায আদায় করিনি, রোযা পরিত্যাগ করেছি, যাকাত প্রদান থেকে বিরত থেকেছি। এখন আমি কি করব?

উত্তরঃ নামায পরিত্যাগকারীর জন্য বিশুদ্ধ কথা হল- পরিত্যাক্ত উক্ত নামায সমূহের কাযা আদায় করা আবশ্যক নয়। কেননা উহার সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে যা পূণরায় ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় খাঁটিভাবে আল্লাহ্র কাছে তওবা করবে এবং প্রাত্যহিক ছালাত নিয়মিত আদায় করার সাথে সাথে অধিকহারে তওবা-ইস্তেগফার করবে, অধিকহারে নফল নামায সমূহ আদায় করবে। আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।[১]

ছিয়াম পরিত্যাগকারী যদি মুসলমান অবস্থায় উহা পরিত্যাগ করে থাকে তবে উহার কাজা আদায় করা ওয়াজিব। আর যে দিনগুলোতে সে কাজা আদায় করতে কোন ওজর ছাড়াই এত

[১] . এ ক্ষেত্রে ওমরী কাজা আদায় করার জন্য কতক আলেম যে ফতোয়া দিয়ে থাকেন তা নিতান্তই বিনা ইলমের ফতোয়া। এর মাধ্যমে মানুষকে নামাযের প্রতি উদাসী বানানো হয়। তারা ভাবে শেষ জীবনে একবার মক্কা যেতে পারলেই হল সেখানে পাঁচ ওয়াক্তের ওমরী কাজা আদায় করলেই পাঁচ লক্ষ ওয়াক্ত পরিশোধ হয়ে যাবে। এরূপ কথা আল্লাহ্র সাথে ধোকাবাজী ছাড়া আর কিছু নয়। কোরআন-হাদীসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কেননা ইচ্ছাকৃভাবে নামায পরিত্যাগ করা কুফুরী। নবী ﷺ এরশাদ করেন, "একজন ব্যক্তির মাঝে এবং কুফর ও শির্কের মধ্যে পার্থক্য হল ছালাত পরিত্যাগ করা।" (মুসলিম) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি (ইচ্ছাকৃতভাবে) ছালাত পরিত্যাগ করল সে কুফুরী করল।" (আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী প্রমূখ হাদীছটি বর্ণনা করেন। হাদীছটি ছহীহ)- অনুবাদক

দেরী করেছে যে দ্বিতীয় রমযান এসে গেছে সেই দিনগুলোর বিনিময়ে একজন করে মিসকিন খাওয়াবে। এটা হল দেরী করার কাফ্ফারা- একজন মিসকিনের খানা, এর বেশী নয় যদিও কয়েক রমযান অতিবাহিত হয়ে যায়। (অর্থাৎ রোযাও রাখবে এবং সাথে সাথে একজন করে মিসকীনকেও খাওয়াবে।)

যেমনঃ জনৈক ব্যক্তি ১৪০০ হিজরীর রমযান মাসে তিনটি রোযা এবং ১৪০১ হিজরীর রমযানের পাঁচটি রোযা অলসতা বশতঃ পরিত্যাগ করেছে। এবং কয়েক বছর পর তওবা করেছে তবে তার উপর আবশ্যক হল উক্ত ৮ দিনের কাযা আদায় করা এবং সেই সাথে সে দিনগুলোর বিনিময়ে একজন করে মিসকিনকে খানা দেয়া।

অন্য একটি উদাহরণঃ জনৈক মহিলা ১৪০০ হিজরীর রমযান মাসে প্রথম হায়জ (প্রথম রক্তস্রাবের মাধ্যমে) প্রাপ্ত বয়স্কা (বালেগা) হয়েছে। কিন্তু পরিবারের লোকজনকে এ সংবাদ দিতে লজ্জা করেছে এবং তার মাসিকের দিনগুলোতে (ধরুন ৮ দিন) রোযা রেখেছে। এবং পরে উহার কাজাও আদায় করেনি। অতঃপর সে এখন আল্লাহর কাছে তওবা করেছে। এক্ষেত্রে তার জন্যও (৩নং প্রশ্নের জবাবে) উল্লেখিত বিধান প্রযোজ্য। (অর্থাৎ কাযা রোযা আদায় করবে এবং সেই সাথে একজন মিসকীনকে খানা খাওয়াবে।)[১]

জেনে রাখা উচিত যে, নামায পরিত্যাগ এবং ছিয়াম পরিত্যাগের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। অবশ্য বিদ্যানগণ

---

[১]. রোযা কাযা আদায় করার সাথে সাথে মিসকীনকে খানা খাওয়ানোর বিষয়টি বিতর্কিত। এ ক্ষেত্রে স্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না। শাইখ মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল উসাইমীন এরূপই বলেছেন। তাই রোযার সাথে সাথে কাফ্ফারা স্বরূপ খানা দেয়া অপরিহার্য নয়।-সম্পাদক

উল্লেখ করেছেন যে কতক আলেমের মতে বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে ছিয়াম পরিত্যাগ করলে তার কোন কাযা আদায় করতে হবে না। (তার জন্য শুধু তওবাই যথেষ্ট)[১]

আর যাকাত পরিত্যাগকারীর বিধান হল- তওবা করার পরও উহা আদায় করা ওয়াজিব। কেননা একদিকে উহা আল্লাহর হক এবং অন্য দিকে উহা ফকির-মিসকীনের অধিকার। (মাদারেজুস্ সালেকীন -১/৩৮৩)

প্রশ্নঃ (৪) কোন মানুষের ব্যাপারে যদি অন্যায় হয়ে থাকে (বা কারো প্রতি জুলুম করে থাকি) তবে তার তওবা কিরূপে হবে?

উত্তরঃ এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিম্নলিখিত হাদীসটি লক্ষ্যণীয়ঃ

(مَنْ كَانَتْ لِأَخِيْهِ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ، مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَــوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ يَوْمَ لاَ دِيْنَارٌ وَلاَدِرْهَمٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَــالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ.)

অর্থঃ “কোন ব্যক্তি যদি তার ভাই থেকে অন্যায় ভাবে জুলুম করে কোন কিছু নিয়ে থাকে, চাই উহা ইজ্জত সম্পর্কিত হোক বা সম্পদ সম্পর্কিত। তাহলে যেন আজই (ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে বা ফিরিয়ে দেয়ার মাধ্যমে) উহার সমাধান করে নেয়- এমন দিন আসার পূর্বে যে দিন তার নিকট থেকে দীনার বা দিরহাম গ্রহণ করা হবে না। যদি তার সৎ আমল থাকে তবে কৃত অন্যায় বরাবর তা থেকে নিয়ে নেয়া হবে। আর যদি তার

[১]. অর্থাৎ- সেচ্ছায় রোযা পরিত্যাগ করা এমন একটি পাপ যা কাযার মাধ্যমে মাফ হবে না। এজন্য কাযা আদায় না করে আল্লাহ্র কাছে খাস ভাবে ও বিনীত ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে ও তওবা করতে হবে।-সম্পাদক

সৎ আমল না থাকে তবে হকদ্বার ব্যক্তির পাপসমূহ নিয়ে তার (অত্যাচারীর) ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে।" (সহীহ্ বুখারী)
সুতরাং মানুষের অধিকার বিনষ্টের বিষয়গুলো থেকে তওবাকারী রেহাই পাবে উহা আদায় করে দেয়ার মাধ্যমে অথবা উহার অধিকারীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে। যদি ক্ষমা করে দেয় তবে উত্তম কথা অন্যথা উক্ত অধিকার ফিরিয়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (৫) অসাক্ষাতে কিছু লোকের গীবত (পরনিন্দা) করেছি। এবং অপর কতক ব্যক্তির উপর এমন অপবাদ চাপিয়েছি- যা থেকে মূলতঃ তারা পবিত্র। এখন কি ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সাথে তাদেরকে উক্ত গীবত এবং অপবাদ সম্পর্কে অবহিত করা আবশ্যক? যদি আবশ্যক না হয় তবে কিভাবে আমি তওবা করব?

উত্তরঃ এ ব্যাপারটি কল্যাণ এবং ফাসাদ বা অকল্যাণের উপর নির্ভর করছে। যাদের গীবত করা হয়েছে বা যাদের উপর অপবাদ দেয়া হয়েছে- যদি পরিস্থিতি এরূপ হয় যে, তাদেরকে উক্ত বিষয় অবহিত করলে তারা ক্রুদ্ধ হবে না বা তাদের অসন্তুষ্টি ও পেরেশানী বৃদ্ধি হবে না, তবে সাধারণভাবে বিষয়টি তাদের নিকট প্রকাশ করবে এবং ক্ষমা চেয়ে নিবে। যেমন এরূপ বলবেঃ অতীতে আপনার ব্যাপারে আমি কিছু ত্রুটি করেছি বা কোন কথার মাধ্যমে আপনার উপর অন্যায় করেছি। আমি এখন আল্লাহর দরবারে তওবা করেছি। তাই (অনুগ্রহ পূর্বক) আপনি আমায় ক্ষমা করে দিন। (উক্ত ব্যাপার গুলো) বিস্তারিতভাবে না বললেও তাতে কোন অসুবিধা নেই।

আর যদি মনে করে যে, উক্ত গীবত এবং অপবাদ সম্পর্কে তাদেরকে সংবাদ দিলে তারা ক্রুদ্ধ হবে এবং এতে তাদের অসন্তুষ্টি ও পেরেশানী বৃদ্ধি হবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপই হয়ে থাকে অথবা সাধারণ কথায় সংবাদ দিলে সে বিষয়ে বিস্তারিত না বললে সন্তুষ্ট হবে না- যা শুনলে তার প্রতি তাদের ঘৃণাই বৃদ্ধি পাবে। তাহলে এসব ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে তাদেরকে সংবাদ দেয়া তার উপর কখনই ওয়াজিব নয়। কেননা ইসলামী শরীয়ত বিপর্যয় ও ফাসাদ বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেয় না। হতে পারে উক্ত বিষয়গুলো শুনে তার ব্যাপারে তার মধ্যে ক্রোধ বা শত্রুতার সৃষ্টি হবে যা মোটেও কাম্য নয়। আর এরূপ করা শরীয়তের শিক্ষা তথা মুসলমানদের পরষ্পরের মাঝে ভালবাসা, প্রীতি ও ঐক্য সৃষ্টির পরিপন্থী কাজ। কখনো এরূপ সংবাদ এমন শত্রুতার কারণ হয় যে, গীবত কারীর ব্যাপারে সে ব্যক্তির অন্তর কখনই পরিস্কার হয় না।

এ অবস্থায় তওবার জন্য নিম্ন লিখিত বিষয় গুলোই যথেষ্টঃ

১- অনুতপ্ত হওয়া এবং আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা। সাথে সাথে উক্ত অপরাধের নোংরামী উপলব্ধি করা এবং উহা যে হারাম কাজ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

২- যে ব্যক্তি গীবত এবং অপবাদের কথা শুনেছিল তার নিকট নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর যার উপর অপবাদ দিয়েছিল তাকে তা থেকে পবিত্র ঘোষণা করা।

৩- যে ধরণের মজলিসে গীবতের মাধ্যমে তার উপর জুলুম করা হয়েছিল সেখানে তার প্রশংসা করা এবং তার সৎকর্মগুলো উল্লেখ করা।

৪- যার গীবত করা হয়েছিল তার পক্ষাবলম্বন করা এবং কেউ তার অনিষ্ট করতে চাইলে তাতে বাধা দেয়া।

৫- তার অনুপস্থিতে তার জন্য দুয়া করা ও ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা। (মাদারেজুস্ সালেকীন- ১/২৯১ এবং আল্ মুগনী ১২/৭৮)

হে মুসলিম ভাই! সম্পদের অধিকার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কিত অপরাধ এবং গীবত ও চোগলখোরীর মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করুন। সম্পদের অধিকার নষ্ট করা হলে সে ক্ষেত্রে তার মালিকদেরকে উহা ফিরিয়ে দিলে তারা তাতে উপকৃত হবে। এবং খুশিও হবে। এ কারণে উহা গোপন রাখা বৈধ হবে না। কিন্তু ইজ্জত আবরু সম্পর্কিত অধিকার সমূহ এর বিপরীত। কেননা সে বিষয়ের সংবাদ হতে পারে তার ক্ষতি এবং ক্রোধ ও উত্তেজনাকেই বেশী বৃদ্ধি করবে। তাই ক্ষেত্র বিশেষে উহা গোপন করাতে দোষ নেই।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্ন ঃ (৬) ইচ্ছাকৃত কাউকে হত্যাকারী কিভাবে তওবা করবে?

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃত কাউকে হত্যাকারীকে তিন ধরণের হক আদায় করতে হবে:

১) আল্লাহর হক

২) নিহত ব্যক্তির হক

৩) নিহতের উত্তরাধিকারীদের হক।

- আল্লাহর হক তওবা ব্যতীত আদায় হবে না।

-উত্তরাধিকারীদের হক আদায় করার জন্য নিজেকে তাদের নিকট সোপর্দ করে দিবে। যাতে করে তারা কেসাস (হত্যার বদলে হত্যা) বা দিয়াত (রক্তপন) বা ক্ষমা করে দেয়ার মাধ্যমে তাদের হক আদায় করে নিতে পারে।

-বাকী থাকল নিহত ব্যক্তির হক যা এ দুনিয়ায় আদায় করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে বিদ্যানগণ বলেছেনঃ হত্যাকারীর তওবা যদি সুন্দর ও সাচ্চা হয় তবে তার পক্ষ থেকে মহান আল্লাহ সেই হক আদায় করে দিবেন এবং নিহতকে তাঁর পক্ষ থেকে পাওনার চাইতে অধিক উত্তম বিনিময় দান করবেন।

বিদ্যানদের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে একথাটিই অধিক সুন্দর। (মাদারেজুস্ সালেকীন - ১/২৯৯)

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (৭) চোর কিভাবে তওবা করবে?

উত্তরঃ চুরিকৃত বস্তু যদি তার নিকট বর্তমান থাকে তবে উহা তার মালিককে প্রত্যার্পন করবে। আর যদি নষ্ট হয়ে যায় বা ব্যবহারের কারণে বা সময়ের ব্যবধানে তার মূল্য কম হয়ে যায়, তাহলে আবশ্যক হল উহার বিনিময় আদায় করা। কিন্তু উহার মালিক যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে তো আল হামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (৮) যাদের থেকে চুরি করেছি তাদের সম্মুখবর্তী হতে আমি খুবই সংকীর্ণতা বোধ করি। স্পষ্টভাবে বলতে পারি না এবং ক্ষমাও চাইতে পারি না। এখন আমি কি করব?

উত্তরঃ এ ধরনের সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অন্য পন্থা অনুসন্ধান করে হকদারদের হক পৌঁছিয়ে দেয়াতে দোষের কিছু নেই। যেমনঃ অপর কোন ব্যক্তির মাধ্যমে নিজের নাম উল্লেখ না করে উক্ত জিনিস তার মালিকের নিকট পাঠিয়ে দিবে অথবা ডাক মাধ্যমে পাঠাবে। অথবা গোপনে তার নিকট উহা

রেখে দিবে। অথবা তাওরীয়া করে (কথাটি একটু ঘুরিয়ে) তাকে বলবে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ব্যক্তি এ জিনিস আপনার নিকট ফিরিয়ে দিয়েছে। মোট কথা যে কোন প্রকারে বস্তুটি প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেয়া আবশ্যক।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (৯) আমার পিতার পকেট থেকে আমি মাঝে মধ্যে চুরি করতাম। আমি এখন তওবা করতে চাই। সঠিকভাবে জানিনা কত টাকা চুরি করেছি। তাছাড়া আমি তার সম্মুখবর্তী হতেও সংকীর্ণতা বোধ করছি।

উত্তরঃ আপনার উপর ওয়াজিব হল অনুমানের ভিত্তিতে একটি সংখ্যা নির্ধারন করা। উক্ত সংখ্যা সে অনুমানের কমও হতে পারে বেশীও হতে পারে। অতঃপর যেভাবে গোপনে উহা নিয়েছিলে তেমনি গোপনে উহা স্বস্থানে রেখে দিবে।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (১০) কতক লোকের কিছু সম্পদ চুরি করেছি। এখন আমি আল্লাহর নিকট তওবা করেছি। কিন্তু ঐ লোকদের ঠিকানা যে জানিনা?

দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রশ্ন হলো- কোন এক কম্পানিতে কাজ করার সময় সেখান থেকে কিছু সম্পদ আমি আত্মসাত করেছিলাম। বর্তমানে উক্ত কম্পানি তার কারবার শেষ করে দিয়েছে এবং অজ্ঞাত স্থানে চলে গেছে?

তৃতীয় ব্যক্তির প্রশ্ন হল- কোন দোকান থেকে আমি কিছু মাল চুরি করেছিলাম। কিন্তু উক্ত দোকানের ঠিকানা পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং তার মালিককেও আমি চিনি না?

উত্তরঃ আপনার উপর আবশ্যক হলো সাধ্যানুযায়ী তাদের ঠিকানা খুঁজে বের করা। তাদেরকে পেয়ে গেলে তাদের হক ফিরিয়ে দিবেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন। হকদার ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার উত্তরাধিকারীদের নিকট উহা সমর্পন করবেন। আর ভালভাবে অনুসন্ধান করার পরও যদি তাদের ঠিকানা খুঁজে না পান তবে এ মালগুলো তাদের পক্ষ থেকে সদকা (দান) করে দিবেন এবং এ নিয়ত করবেন যে এ দান তাদের পক্ষ থেকে হচ্ছে- যদিও তারা কাফের হয়। কেননা এ সম্পদ আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় দিয়েছেন যা আখেরাতে দিবেন না।

এই মাসআলার অনুরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন আল্লামা ইবনুল কাইয়েম স্বীয় গ্রন্থ মাদারেজুস্ সালেকীনে (১/৩৮৮) ঃ জনৈক ব্যক্তি মুসলমান সৈন্যবাহিনীতে থাকা অবস্থায় গনীমতের মাল থেকে কিছু আত্মসাত করেছিল। অতঃপর কিছু দিন পর সে তওবা করে আত্মসাতকৃত মাল নিয়ে সেনা প্রধানের নিকট আগমণ করল। কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেনঃ কিভাবে এ সম্পদ আমি সৈনিকদের মধ্যে বিতরন করব? তারা তো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে?

তওবাকারী ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে শায়ের (রহঃ) এর নিকট এসে ফতোয়া জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেনঃ ওহে! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সৈনিকদের সম্পর্কে অবগত আছেন। তাদের নাম বংশ সবই আল্লাহ জানেন। সুতরাং এক পঞ্চমাংশের অধিকারীকে উহা দিয়ে বাকী সম্পদ সেই সৈনিকদের নামে সাদকা করে দাও। এর প্রতিদান আল্লাহই তাদের নিকট পৌঁছে দিবেন। সে তাই করল। এ সংবাদ শুনে মুআবিয়া (রা:) বললেনঃ এই ফতোয়া যদি আমি তোমাকে দিতে পরতাম তবে

উহা আমার কাছে আমার অর্ধেক রাজত্ব থেকে বেশী পসন্দনীয় হত।

এ ধরণের মাসআলায় শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)ও অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছেন।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (১১) আমি ইয়াতিমদের কিছু মাল আত্মসাত করেছি। অতঃপর তা দিয়ে ব্যবসা করেছি এবং লাভবানও হয়েছি। এতে মূল সম্পদ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন লজ্জিত হয়েছি এবং সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করছি। আমি তওবা করতে চাই কিন্তু কিভাবে?

উত্তরঃ এই মাসআলায় বিদ্বানদের থেকে কয়েকটি অভিমত রয়েছে। তম্মধ্যে সর্বাধিক উত্তম ও ইনসাফভিত্তিক অভিমত হল- ইয়াতিমদের মূল সম্পদ তাদের নিকট প্রত্যার্পণ করবেন। সেই সাথে লভ্যাংশের অর্ধেকও তাদেরকে প্রদান করবেন। এতে যেন আপনি এবং তারা লভ্যাংশে সমান অংশীদার হয়ে গেলেন এবং মূলধন তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন।

এই জবাবটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এরূপ মত শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ারও এবং তাঁর ছাত্র ইবনুল কাইয়েম এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

অনুরূপ ভাবে যদি গর্ভবতী কোন উট বা ছাগল আত্মসাত করে তবে উক্ত উট বা ছাগলসহ তাদের বাচ্চার অর্ধেক হবে আসল মালিকের প্রাপ্য। আর যদি উহা মরে যায় তবে তার মূল্য এবং বাচ্চার অর্ধেক দিতে হবে তার আসল মালিককে।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (১২) জনৈক ব্যক্তি কার্গো বিমান অফিসে চাকুরী করে। সেখানে কখনো কিছু কিছু বস্তু পড়ে থাকে। তা থেকে সে একটি টেপ রেকর্ডার আত্মসাত করেছে। কয়েক বছর পর সে তওবা করেছে। এখন কি তাকে ঐ রেকর্ডারই ফেরৎ দিতে হবে? না তার মূল্য, না সেটার আনুরূপ অন্য একটি? উল্লেখ্য যে ঐ প্রকারের রেকর্ডার এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না।

উত্তর ঃ উক্ত রেকর্ডারই ফেরৎ দিতে হবে। তবে ব্যবহারের কারণে বা পুরাতন হওয়ার কারণে যতটুকু মূল্য হ্রাস ঘটেছে সে পরিমাণ অর্থসহ তা ফেরৎ দিবে। আর এটা স্বাভাবিক ভাবেই প্রদান করবে। বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে নিজেকে অধিক কষ্টে ফেলবে না। যদি তা সম্ভব না হয় তবে উহার মূল্য আসল মালিকের পক্ষ থেকে সাদকা করে দিবে।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (১৩) সূদ থেকে প্রাপ্ত কিছু অর্থ আমার নিকট ছিল। কিন্তু উহার সবটুকুই আমি খরচ করে ফেলেছি। কিছুই অবশিষ্ট নেই। আমি এখন তওবা করেছি। আমাকে কি করতে হবে?

উত্তর ঃ মহান আল্লাহর দরবারে খালেস ভাবে তওবা করা ছাড়া আপনার উপর অন্য কিছু আবশ্যক নয়। সূদ ভয়ানক পাপের কাজ। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে সূদের কারবারকারীদের ব্যতীত অন্য কারো সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। যখন সূদের সমস্ত অর্থই খরচ হয়ে গেছে তখন সেক্ষেত্রে আনপার উপর (তওবা ছাড়া) অতিরিক্ত কিছুই আবশ্যক নয়।[১]

---

[১] . কিন্তু যদি পরিচিত কারো নিকট থেকে উক্ত সূদ গ্রহণ করে থাকে তবে উহা তাকে ফেরত দিবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে। কেননা সূদের মাধ্যমে যেমন আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করা হয় তেমনি এতে অন্যায়ভাবে বান্দার সম্পদ গ্রহণ করে তার হক নষ্ট করা হয়।- সম্পাদক।

❋❋❋❋

প্রশ্নঃ (১৪) কিছু অর্থ দ্বারা আমি একটি গাড়ী ক্রয় করেছি। কিন্তু সে অর্থ হালাল এবং হারাম মিশ্রিত। গাড়ীটি আমার নিকট মওজুদ রয়েছে। আমি এখন কি করব?

উত্তর ঃ কেহ যদি হালাল হারাম মিশ্রিত অর্থ দ্বারা এমন বস্তু ক্রয় করে যা বিভক্ত বা খন্ডিত করা যায় না তবে তার জন্য যথেষ্ট হল- সে স্বীয় অন্য সম্পদ থেকে উক্ত হারাম অর্থ পরিমাণ অর্থ সাদকা করে দিবে। আর এতে মালিকানাধীন বস্তুটি পবিত্র হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্। উক্ত হারাম অর্থ যদি কারো হক হয়ে থাকে তবে উহা তাকে প্রত্যার্পণ করবে।

❋❋❋❋

প্রশঃ (১৫) সিগারেট ব্যাবসায় উপার্জিত লভ্যাংশ দ্বারা কি করবে? বা এমন হালাল সম্পদ যাতে হারাম মিশ্রিত হয়ে গেছে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তি হারাম বস্তু সামগ্রীর ব্যাবসা করে- যেমনঃ বাদ্য যন্ত্র, নিষিদ্ধ (হারাম) অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, সিগারেট ইত্যাদি। অথচ সে এরূপ ব্যবসার বিধান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। অতঃপর সে তা থেকে তওবা করেছে। তাহলে সে উক্ত হারাম সামগ্রীর ব্যবসায় অর্জিত লভ্যাংশ কোন জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করে দিবে। তবে উহা ব্যয় করার নিয়ত হবে পাপ হতে নিস্কৃতি পাওয়া- সাদকা স্বরূপ ছওয়াব পাওয়া নয়। কেননা মহান আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।

যদি হারাম সম্পদ হালাল সম্পদের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। যেমন -মুদির দোকানদার সিগারেট ব্যবসার সাথে সাথে অন্যান্য সামগ্রীরও ব্যবসা করে। তবে সে অনুমানের ভিত্তিতে উক্ত হারাম সম্পদের একটা সংখ্যা নির্ধারণ করবে। অতঃপর উহা বের করে নিবে। এমন একটা সংখ্যা বের করবে যাতে তার প্রবল ধারণা হয় যে, সে স্বীয় সম্পদকে হারাম সম্পদ থেকে পবিত্র করতে সক্ষম হয়েছে। আল্লাহ তাকে বিনিময়ে উত্তম কিছু দান করবেন। তিনি অনেক উদারতার অধিকারী অতিব দানশীল।

মোট কথা, কারো নিকট যদি হারাম উপার্জন থেকে কোন সম্পদ থাকে আর যদি সে তওবা করতে চায় তবেঃ

১) উহা উপার্জনের সময় যদি কাফের থাকে তবে তওবার সময় তথা ইসলাম গ্রহণ পূর্বক তা স্বীয় সম্পদ থেকে বের করা তার উপর আবশ্যক নয়। কেননা সাহাবায়ে কেরাম যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে হারাম সম্পদ আলাদা করতে নির্দেশ দেননি।

২) আর যদি উহা উপার্জনের সময় সে মুসলিম থাকে। আর উহা যে হারাম সে ব্যাপারেও ওয়াকিফহাল থাকে তবে তওবা করার সময় উক্ত হারাম সম্পদ বের করে দিবে।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (১৬) জনৈক ব্যক্তি ঘুষ গ্রহণ করত, অতঃপর আল্লাহ তাকে হেদায়াত দান করেছেন। এখন সে ঘুষলব্ধ সম্পদ কি করবে?

উত্তরঃ এ ধরনের ব্যক্তি দু'ভাগে বিভক্তঃ

১) হয়তো সে কোন হকদার মাজলুম ব্যক্তির নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছে। যে ব্যক্তির স্বীয় অধিকার আদায়ের জন্য ঘুষ ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। তাহলে এক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহীতা তওবাকারীর উপর আবশ্যক হল সে উক্ত সম্পদ ঘুষ প্রদানকারীর নিকট প্রত্যার্পণ করবে। কেননা এ সম্পদটি জবরদস্তি পূর্বক সম্পদ গ্রহণের পর্যায়ভূক্ত। তাছাড়া এখানে ঘুষ দাতাকে জোর পূর্বক উহা প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে। অন্যথা সে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

২) অথবা সে উক্ত ঘুষ গ্রহণ করেছে তার মতই অপর কোন জালেমের নিকট থেকে। এমন ব্যাপারে সে উক্ত ঘুষ গ্রহণ করেছে যা সেই ব্যক্তির অধিকারভূক্ত নয়। তাহলে তওবা করার সময় সে উক্ত সম্পদ ঘুষদাতার নিকট প্রত্যার্পণ করবে না। বরং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোন কল্যাণজনক ক্ষেত্রে দান করে দিবে। যেমন কোন ফকীরকে দান করতে পারে।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (১৭) আমি কতিপয় নিষিদ্ধ (হারাম) কর্মে লিপ্ত হই এবং উহার বিনিময়ে কিছু অর্থও গ্রহণ করি। আমি এখন তওবা করেছি। অতএব যারা আমাকে উক্ত অর্থ প্রদান করেছিল তাদের নিকট তা ফিরিয়ে দেয়া কি আবশ্যক?

উত্তর ঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন হারাম কর্ম করে বা কোন হারাম খেদমত (সেবা) উপহার দেয় এবং এর বিনিময় গ্রহণ করে বা তার পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। আর আল্লাহর দরবারে তওবা করার সময় উক্ত অর্থ তার নিকট মওজুদ থাকে তবে সে উহা পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী তা দান করে দিয়ে পবিত্র হবে। যার

নিকট থেকে উহা গ্রহণ করেছিল তার কাছে তা ফিরিয়ে দিবে না।

কোন ব্যভিচারীনি যদি তওবা করে তবে ব্যভিচারের ভিত্তিতে গ্রহণীয় অর্থ ব্যভিচারী ব্যক্তির নিকট প্রত্যার্পণ করবে না।

গায়ক ব্যক্তি হারাম গান পরিবেশন করে উপার্জিত অর্থ গানের অনুষ্ঠান প্রস্তুত কারীদের নিকট ফিরিয়ে দিবে না।

মদ বা মাদকদ্রব্য বিক্রেতা উপার্জিত হারাম অর্থ উহার ক্রেতাদের নিকট ফেরত দিবে না। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী যে উহার বিনিময় গ্রহণ করেছে সে উহা ঐ ব্যক্তির নিকট প্রত্যার্পন করবে না যে তাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ব্যবহার করেছিল।

এর কারণ হলো- সে যদি উক্ত সম্পদ উহা প্রদানকারী পাপাচারীর নিকট ফিরিয়ে দেয় তবে তার জন্য দু'ধরনের পাপ একত্রিত করে দিল- (১) হারাম কাজের উপর বিনিময় প্রদান এবং (২) বিনিময়কৃত হারাম সম্পদ তার কাছে প্রত্যার্পণ। এবং এর মাধ্যমে সে উক্ত প্রদানকারীকে পাপকর্মে সহযোগিতা করল। তাই দান করে দেয়ার মাধ্যমে তা থেকে নিস্কৃতি লাভ করাই তার জন্য যথেষ্ট। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া এবং তার ছাত্র ইমাম ইবনুল কাইয়েম এই মতই পোষণ করেছেন। (মাদারেজুস্ সালেকীন- ১/৩৯০)

প্রশ্নঃ (১৮) একটি বিষয় সর্বদা আমাকে অস্থির করছে। যে কারণে আমাকে বিনিদ্র রাত কাটাতে হয় এবং তা যেন বোঝা স্বরূপ সর্বদা আমাকে চেপে আছে। আর তা হলো আমি জনৈক মহিলার সহিত অপকর্মে লিপ্ত হয়েছি। আমি এখন কিভাবে তওবা করব? উক্ত ঘটনা গোপন করার জন্য সেই মহিলাকে বিবাহ করা কি আমার জন্য বৈধ হবে?

দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রশ্ন হলো- আমি বহির্দেশে গিয়ে জনৈক মহিলার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হই, ফলে সে গর্ভবতী হয়। উক্ত সন্তান কি আমার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে? এবং তার জন্য খরচাদি প্রেরণ করা কি আমার উপর আবশ্যক হবে?

উত্তরঃ ইদানিং ব্যভিচার সম্পর্কিত প্রশ্ন অধিকহারে পাওয়া যাচ্ছে। যে কারণে মুসলমানদের সকলের উপর আবশ্যক হয়ে পড়েছে যে তারা স্বীয় অবস্থার পর্যালোচনা করবে। তাদের সমাজ ব্যবস্থার প্রতি পূণর্বার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। অতঃপর উহা পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহর ছাঁচে ঢেলে সাজাবে। বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অধিক গুরুত্বের দাবীদারঃ দৃষ্টি অবনমিত রাখা, পরনারীর সাথে মুসাফাহা না করা, শরীয়ত নির্দেশিত পর্দা ব্যবস্থা পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা, নারী পুরুষ অবাধ মেলামেশার ভয়াবহতা, কাফের দেশ সমূহে বিনা কারণে ভ্রমণ না করা, মুসলিম পরিবারের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা, দ্রুত বিবাহের ব্যবস্থা এবং সে ক্ষেত্রে সকল প্রকার বাধা দূর করা ইত্যাদি।

উল্লেখিত প্রশ্নকারী নিম্নক্তো দুটি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটির অন্তর্গত হবেঃ

১) হয়তো সে জোর জবরদস্তী বা বাধ্য করে উক্ত মহিলাকে ধর্ষণ করেছে। এ অবস্থায় আবশ্যক হলো- তাকে মহরে মিস্‌ল[১] প্রদান করবে। যা ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য হবে। সেই সাথে খাঁটিভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করবে। বিষয়টি শাসক বা তার প্রতিনিধি যেমন বিচারক (বা থানা

---

১. অর্থাৎ উক্ত মহিলার মা, বোন বা খালার মোহরের অনুরূপ মোহর প্রদান করবে।- অনুবাদক

পুলিশ) পর্যন্ত পৌছে গেলে তার উপর নির্ধারিত দন্ডবিধি প্রয়োগ করতে হবে। (মাদারেজুস্ সালেকীন - ১/৩৬৬)

২) অথবা সে উক্ত মহিলার সন্তুষ্টিতে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। এ অবস্থায় তওবা ছাড়া তার উপর অন্য কিছু আবশ্যক নয়। ব্যভিচার থেকে জন্ম প্রাপ্ত শিশু কখনই তার সন্তান হিসেবে গণ্য হবে না এবং তাকে খরচ প্রদান করাও ওয়াজিব নয়। কেননা এ সন্তান ব্যভিচারের ফল হিসেবে এসেছে। এর সম্বন্ধ শুধু তার মা-র সাথেই হবে। তাকে ব্যভিচারীর বংশের দিকে সম্বন্ধ করা বৈধ হবে না।

ব্যভিচারী ব্যক্তি যদি তওবা করে তবে ঘটনা গোপন করার উদ্দেশ্যে উক্ত মহিলার সাথে তার বিবাহ বৈধ হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، والزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾

"ব্যভিচারী পুরুষ অপর কোন ব্যভিচারীনী অথবা মুশরেক নারী ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারে না। (অনুরূপ) ব্যভিচারীনীকে কোন ব্যভিচারী বা কোন মুশরেকই শুধু বিবাহ করতে পারে।" (সূরা নূর-৩)

অনুরূপভাবে যে মহিলার গর্ভে ব্যভিচারের ফসল সন্তান রয়েছে তাকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা বৈধ নয়- যদিও উক্ত সন্তান তারই ব্যভিচারের কারণে জন্মে থাকে। এমনিভাবে উক্ত ব্যভিচারীনী গর্ভবতী কিনা তা অজ্ঞাত- তার সাথেও বিবাহ বন্ধন করা জায়েয নয়।

হ্যাঁ ব্যভিচারী এবং ব্যভিচারীনী যদি খাঁটি ভাবে সঠিক তওবা করে এবং উক্ত মহিলাটি গর্ভমুক্ত হয় তবে এ অবস্থায় তাকে

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে এবং তার সাথে নতুন ভাবে জীবন যাপন শুরু করতে পারে যা আল্লাহ তা'আলা ভালবাসবেন।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (১৯) নাউযুবিল্লাহ আমি অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলাম। অতঃপর উক্ত ব্যভিচারিনীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হয়েছি। এভাবে বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। অবশ্য আমি এবং সে আল্লাহর দরবারে সঠিকভাবে তওবা করেছি। এখন আমাকে কি করা আবশ্যক?

উত্তরঃ উভয় পক্ষ থেকে যখন সঠিক ভাবে তওবা হয়েছে- তখন তোমাদের উপর আবশ্যক হলো নতুন ভাবে বিবাহের আকদ করা। তা হতে হবে সম্পূর্ণ শরয়ী পদ্ধতিতে- অভিভাবক, দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে। এরূপ করার জন্য কোর্টে বা বিবাহ রেজিষ্ট্রি অফিসে যাওয়ার দরকার নেই। বাড়ীতেই তা যথেষ্ট হবে।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (২০) জনৈক মহিলার প্রশ্ন, সে একজন সৎ পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। অথচ বিবাহের পূর্বে সে এমন কিছু কাজ করেছে যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। এ কারণে বিষয়গুলো তার হৃদয় মাঝে তোলপাড় করছে এবং সর্বদা তাকে তিরস্কার করছে। এখন উক্ত ব্যাপারগুলো সম্পর্কে তার স্বামীকে অবহিত করা কি তার উপর আবশ্যক?

উত্তর ঃ পূর্বকৃত অবৈধ কাজের সংবাদ স্বামী-স্ত্রী কারুরই একে অপরকে প্রদান করা আবশ্যক নয়। কেউ যদি এ ধরনের

কোন ঘৃণিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে আল্লাহর গোপনীয়তা দ্বারা উহা গোপন করে রাখবে। খাঁটি ও পোক্তভাবে তওবা করাই তার জন্য যথেষ্ট।

তবে কোন ব্যক্তি যদি কুমারী নারী বিয়ে করে দেখে যে সে প্রকৃত কুমারী নয়। কারণ ইতিপূর্বে সে অশ্লীল কর্মে লিপ্ত হয়েছে। তবে এ অবস্থায় প্রদত্ব মোহর ফিরিয়ে নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়ার অধিকার তার (পুরুষের) রয়েছে। আর যদি দেখে যে সে তওবা করে নিয়েছে- তবে তার এই ত্রুটি গোপন করে নিয়ে তাকে রেখে দিলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য রয়েছে প্রতিদান ও পুরস্কার।

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (২১) লেওয়াতাতের[১] অশ্লীলতা থেকে তওবা কারীর উপর কি করা আবশ্যক?

উত্তরঃ এ জঘন্য কাজের কর্তা এবং যার সাথে তা করা হয়েছে- উভয়ের উপর ওয়াজিব হলো তারা আল্লাহর নিকট খাঁটি ভাবে তওবা করবে।

কারণ তাদের জানা নেই যে, আল্লাহ কতক জাতির উপর বিভিন্ন প্রকারের আযাব নাযিল করেছেন। যেমন লূত (আ:) এর সম্প্রদায় উক্ত জঘন্যতম অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের প্রতি কতিপয় আযাব নাযিল করেছিলেনঃ

১) তাদের দৃষ্টি শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পাগল হয়ে গিয়েছিল। যেমন আল্লাহ

---

[১]. পুরুষের গুহ্যদ্বারে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে অপকর্ম করাকে আরবীতে লেওয়াতাত বলা হয়। অনুবাদক

বলেনঃ (فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ) "অতঃপর আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি মিটিয়ে দেই (তাদেরকে অন্ধ করে দেই)।" (সূরা ক্বামার-৩৭)

২) তাদের উপর বিকট আওয়াজ প্রেরণ করেন।

৩) তাদের বাড়ী-ঘর উল্টিয়ে দেন। ফলে উপরের অংশ নীচে চলে যায় এবং নীচের অংশ উপরে হয়ে যায়।

৪) তাদের উপর উত্তপ্ত পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তাদের সবাইকে চিরতরে ধুলিস্যাৎ করে দেন।

এ কারণে এ ধরনের অশ্লীল কর্মে লিপ্ত ব্যক্তির দন্ড হলো- বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত- তাকে হত্যা করা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেনঃ

(مَنْ وَجَدْتُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ)

"লুত (আ:) এর সম্প্রদায়ের কর্ম করতে যখন তোমরা কাউকে পাবে তখন তার কর্তা এবং যার সাথে তা করা হয়- তাদের উভয়কে হত্যা কর।" (আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম আলবানী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন, ইরওয়াউল্ গালীল - ২৩৫০)

❋ ❋ ❋ ❋

প্রশ্নঃ (২২) আমি তওবা করেছি। কিন্তু আমার নিকট কতিপয় হারাম বস্তু রয়ে গেছে। যেমন বাদ্য যন্ত্র, নিষিদ্ধ ওডিও ভিডিও ক্যাসেট। এগুলো বিক্রয় করা কি বৈধ হবে, বিশেষ করে এগুলো বহু মূল্যবান বস্তু?

উত্তরঃ হারাম বস্তু বিক্রয় করা জায়েয নয়। উহার বিক্রয় মূল্য গ্রহণ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ (إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَـــهُ) "আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বস্তু হারাম করেন তখন উহার মূল্য গ্রহণও হারাম করেন।" (আবু দাউদ, হাদীসটি সহীহ)।

প্রশ্নঃ (২৩) আমি একজন পথভ্রষ্ট মানুষ ছিলাম। আমি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রচার করতাম। আল্লাহ বিরোধী গল্প কাহিনী, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতাম। আধুনিক প্রগতিবাদ এবং পাপাচারের উপর কাব্য রচনা করতাম। আল্লাহ তা'আলা আমাকে স্বীয় রহমত দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন। অতঃপর অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। আমাকে হেদায়াত করেছেন। এখন আমার তওবার উপায় কি?

উত্তর ঃ আল্লাহর শপথ হেদায়াত একটি বিরাট বড় নেয়ামত একটি মহান অনুগ্রহ। এ কারণে বেশী বেশী আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আল্লাহর দরবারে ঈমানের দৃঢ়তা এবং অধিক অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করা আবশ্যক।

যে ব্যক্তি ইসলামের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ভ্রষ্ট মতবাদ, বিভ্রান্তকারী বিদআত এবং অনাচার পাপাচার প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে স্বীয় ভাষা এবং কলমকে ব্যবহার করে সে তওবা করতে চাইলে তাকে নিম্নোক্ত কর্ম সম্পাদন করতে হবেঃ

প্রথমতঃ উল্লেখিত যাবতীয় কাজ থেকে সে তওবা করেছে, তা সবই পরিত্যাগ করেছে- এ মর্মে জনসাধারণের নিকট ঘোষণা দিবে। যে কোন প্রকারে হোক তাদের নিকট স্বীয় ওজর পেশ করবে। তার পূর্বের মতবাদকে বাতিল হিসেবে বর্ণনা দিবে যাতে করে পূর্বে যারা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তারা ধোকার মধ্যে না থাকে। প্রতিটি সংশয় এবং ত্রুটি যা সে ছড়িয়েছে এবং তাতে লিপ্ত হয়েছে- তা অনুসন্ধান করে তার উপর প্রতিবাদ লিপি প্রকাশ করবে। যা কিছু সে বলেছিল তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করবে। তওবার জন্য তার এই ঘোষণা অতি আবশ্যক।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

﴿ إِلاَّ الَّذِيْنَ تابُوْا وَأصْلَحُواْ وَبَيَّنُوْا فأُولَئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ، وَ أنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾

“তবে যারা তওবা করে, সংশোধন করে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে- আমি তাদের তওবা কবূল করব। আর আমিই তওবা কবূলকারী দয়াশীল।” (সূরা বাকারা - ১৬০)

দ্বিতীয়তঃ ইসলামের প্রচার প্রসারে স্বীয় ভাষা এবং কলমকে নিয়োগ করবে। নিজের শক্তি সামর্থকে আল্লাহর দ্বীনের সহযোগিতায় ব্যবহার করবে। মানুষকে সত্যের শিক্ষা প্রদান করবে। সে পথে মানুষকে দাওয়াত দিবে।

তৃতীয়তঃ এই শক্তি সমূহকে (বক্তৃতা ও লিখনী শক্তি) আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে, তাদেরকে এবং তাদের ষড়যন্ত্র সমূহকে বিফলকাম করার চেষ্টা করবে। যেমন ভাবে সে ইতিপূর্বে তাদেরকে সহযোগিতা করত এবং ইসলামের শত্রুদের মতবাদসমূহ বাস্তবায়ন করত। এখন সে হবে হকের পক্ষে বাতিল শক্তির উপর তরবারী স্বরূপ।

এমনি করে সে যদি কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কোন বৈঠকে কোন হারাম কাজের উপর রাজি করায়- যেমনঃ সুদ বৈধ বা তার থেকে উপকার অর্জন জায়েয ইত্যাদি। তাহলে তার উপর আবশ্যক হবে ফিরে গিয়ে তার নিকট হক বর্ণনা করা যাতে করে তার পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়। (আল্লাহই হেদায়াত দানকারী)

❋ ❋ ❋ ❋

পরিশিষ্ট

হে আল্লাহর বান্দা! মহান আল্লাহ আপনার জন্য তওবার দরজা খুলে রেখেছেন। হায় আপনি যদি উক্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন!

রাসূলুল্লাহ ﷺবলেনঃ

(إنَّ لِلتَّوْبَةِ بَابَاً عَرْضُ ما بَيْنَ مِصْرَعَيْهِ ما بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وفي روايـــة: (عَرْضُهُ مَسِيْرَةَ سَبْعِيْنَ عامَاً) لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهاَ)

"নিশ্চয় তওবার একটি দরজা রয়েছে। উহার প্রশস্ততা পূর্বদিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত সম। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ উহার প্রশস্ততা সত্তর বছরের রাস্তা বরাবর। পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হওয়ার আগ পর্যন্ত তা বন্ধ করা হবে না।" (ত্বাবারনী ফিল কাবীর, সহীহুল জামে হা/ ২১৭৭)

আর আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে আহবান করে বলেনঃ "হে আমার বান্দাগণ তোমরা দিবা রাত্রি পাপকর্ম কর। আর আমি সকল পাপরাশী ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আমি তোমাদের ক্ষমা করব।" (সহীহ মুসলিম) হায়, আপনি যদি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন!

মহান আল্লাহ রাতে তার মাগফিরাতের হস্ত প্রসারিত করেন যাতে করে দিনের পাপী তাঁর দরবারে ক্ষমা ভিক্ষা করে। আর দিনে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করেন যাতে করে রাতের পাপী তওবা করতে পারে। ওজরখাহি করা কাকুতি-মিনতি করা আল্লাহ খুবই পসন্দ করেন। হায়, আপনি যদি এ কাজে অগ্রসর হতেন! আল্লাহর শপথ তওবা কারীর কথা কতই না সুন্দর।

হে আল্লাহ! বিনয়ের সাথে তোমার মর্যাদার দোহাই দিয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই আমায় তুমি রহম কর। আমি আমার দুর্বলতা নিয়ে তোমার অসীম ক্ষমতার কাছে প্রার্থনা করি। তোমার প্রতি আমার অভাব ও আমার থেকে তোমার অমুখাপেক্ষীতার মাধ্যমে তোমার কাছে কামনা করি- পাপে পরিপূর্ণ মিথ্যাবাদী আমার এই ললাট তোমার সম্মুখে। আমি ছাড়া তোমার অনেক বান্দা রয়েছে। তুমি ছাড়া আমার কোন মলিক নেই। তুমি ছাড়া আমার মুক্তিদাতা আশ্রয়দাতা আর কেউ নেই। মিসকীন অভাবীর ন্যায় আমি তোমার দরবারে প্রার্থনা করি; আত্মসমর্পনকারী হীন অবস্থায় তোমার দরবারে কাকুতি-মিনতি করছি। দৃষ্টিহীন ভীতুর ন্যায় তোমাকে আহবান করছি। এমন ব্যক্তির মত যাঞ্চা করি- যার স্কন্ধ তোমার জন্য অবনমিত হয়েছে। তোমার উদ্দেশ্যে যার নাক ধুলোলুণ্ঠিত হয়েছে। তোমার ভয়ে যার দু'চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে এবং একমাত্র তোমার জন্য যার হৃদয় আনুগত হয়েছে।

তওবার ক্ষেত্রে নিম্ন লিখিত ঘটনাটি লক্ষ্য করঃ

বর্ণিত হয়েছে, জনৈক সৎ ব্যক্তি কোন রাস্তা ধরে চলছিল এমন সময় সে দেখতে পেল একটি দরজা খুলে গেল। সেখান থেকে একজন বালক বেরিয়ে এল, সে সাহায্য প্রার্থনা করছে এবং ক্রন্দন করছে। দেখা গেল তার মা তাকে পিছন থেকে তাড়িয়ে ঘর থেকে বের করে দিল। অতঃপর তার সামনেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। বালকটি কিছু দূর গেল অতঃপর দাঁড়িয়ে গিয়ে চিন্তা করতে লাগল। কিন্তু যে ঘর থেকে তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে তা ছাড়া সে কোন আশ্রয় স্থল পেল না বা তার মা ছাড়া তাকে আশ্রয় দিবে এমনও কাউকে পেল না। তাই চিন্তিত হয়ে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ। সে দরজার চৌকাঠে স্বীয় গন্ড রেখে সেখানেই বসে পড়ল। এবং গন্ডদ্বয় অশ্রুসিক্ত অবস্থায়

একসময় ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর মা বাইরে বের হলেন। যখন উক্ত অবস্থায় নিজের ছেলেকে দেখলেন তখন নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি তার উপর আছড়ে পড়লেন অতঃপর তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেনঃ ওহে ছেলে তুই কোথায় গিয়েছিলি, আমি ছাড়া তোকে কে আশ্রয় দিবে? আমি কি তোকে বলি নাই যে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবি না, আল্লাহ্ আমাকে তোর প্রতি স্নেহ-মমতা ও দয়ার যে ফিৎরাত (প্রকৃতি) দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার বিরুদ্ধে তোকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আমাকে বাধ্য করবি না?! অতঃপর মা তাকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

(اللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا)

"এই মহিলা তার সন্তানের প্রতি যে রূপ দয়াশীল মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি এর চাইতে অধিক করুণাময়।" (সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ্র রহমতের কাছে স্নেহময়ী মায়ের রহমতের তুলনা কোথায়? আল্লাহর রহমত তো সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করে আছে।

বান্দা যখন তওবা করে আল্লাহ্ তখন খুশি হন। আর যে প্রভূ খুশি হন তার থেকে কখনও কল্যাণ হারাতে পারে না। "বান্দা যখন তওবা করে তখন আল্লাহ তার প্রতি এমন ব্যক্তির চাইতে অধিক খুশি হন যে কোন নির্জন এলাকায় সফরে বের হয় অতঃপর বিশ্রামার্থে এক স্থানে অবতরণ করে- তার সাথে রয়েছে তার বাহন যাতে রয়েছে খাদ্য ও পানীয়। সে একটি গাছের ছায়ার নীচে অবস্থান নেয়, অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখে তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। সে একটি উঁচু স্থানে আরোহণ করে উহা অনুসন্ধান করে কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না, অতঃপর আর একটি উঁচু স্থানে আরোহণ

করে কিন্তু তার বাহন খুঁজে পায় না। এমতাবাস্থায় প্রচন্ড রোদে-বাতাসে সে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। সে চিন্তা করে- আগের স্থানে ফিরে যাই এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই শুয়ে থাকি। তাই স্বীয় বাহন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে সে গাছের নীচে ফিরে আসে এবং ছায়ার তলে শুয়ে পড়ে। এ অবস্থায় যখন সে একবার মাথা উঠিয়েছে- দেখে লাগামসহ তার বাহন তার মাথার সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। সাথে রয়েছে খাদ্য ও পানীয়। খুশি হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং তার লাগাম ধরে। এ ব্যক্তির খানা-পিনাসহ বাহন ফিরিয়ে পাওয়ার খুশির চাইতে মহান আল্লাহ্ মু'মিন বান্দার তওবায় অধিক খুশি হন।" (কথাগুলো হাদীসের কয়েকটি বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে গৃহীত হয়েছে, দেখুন তারতীব সহীহুল জামে ৪/৩৬৮)

** আপনি জেনে রাখুন হে ভাই! পাপ সঠিক তওবাকারীর জন্য আল্লাহ্র সম্মুখে লাঞ্ছনা ও বিনয়ের অবস্থা সৃষ্টি করে। আর তওবা কারীদের কাকুতি-মিনতি জগত প্রভূ আল্লাহ্র কাছে খুবই পসন্দনীয়। বান্দা যখনই তার পাপ রাশীকে চোখের সামনে রাখবে তখনই তার মধ্যে অনুতাপ ও বিনয়ের ভাব সৃষ্টি হবে। ফলে সে উক্ত পাপকে মিটানোর জন্য অধিকহারে আনুগত্য ও কল্যাণজনক কাজ করতে থাকবে। এমনকি শয়তান হয়তো বলবেঃ হায়, আমি যদি এই লোককে পাপকর্মে লিপ্ত না করতাম।! এই কারণে দেখা যায় পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার পর কতক তওবাকারী তওবানুযায়ী (আমলের ক্ষেত্রে) পূর্বের অবস্থার চাইতে উত্তম অবস্থায় ফিরে আসে। আর বান্দা যখন তওবাকারী অবস্থায় আল্লাহ্র সম্মুখবর্তী হয় তখন আল্লাহ্ তাকে কখনই ফিরিয়ে দেন না।

আপনি কি দেখেন না, একজন সন্তান তার পিতার তত্বাবধানে লালিত-পালিত হচ্ছে। তিনি তাকে উত্তম খানা-পিনা প্রদান করেন, সুন্দর

পোষাক পরিধান করান, অতি উত্তমভাবে লালিত-পালিত করেন, যাবতীয় খরচ বহন করেন এবং সার্বিকভাবে তার কল্যাণে নিয়োজিত থাকেন। এ পিতা তার সন্তানকে কোন কাজে কোথাও প্রেরণ করল। কিন্তু পথে শত্রুদল তাকে আক্রমণ করে বন্দী করল এবং শক্তভাবে বেঁধে ফেলল। অতঃপর তাকে তাদের (শত্রুদের) দেশে নিয়ে গেল এবং পিতা যেরূপ আচরণ করত তার বিপরীত আচরণ তারা তার সাথে করতে লাগল। এ সন্তান যখনই পিতার কল্যাণ ও অনুগ্রহ এবং সুন্দরভাবে লালন-পালনের কথা স্মরণ করে তখনই তার হৃদয় ছিড়ে সেখান থেকে আফসোসের দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। ভগ্ন হৃদয়ে স্মরণ করে সেই সকল নেয়ামত ও অনুগ্রহের কথা যার মাঝে সে দিনাতিপাত করত।

সে যখন এ অবস্থায়- শত্রুদের হাতে বন্দী। শত্রুরা তাকে নানাভাবে নিপীড়ন করছে এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমন সময় সে যেন স্বীয় পিতার বাড়ীর দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে এবং দেখতে পায় তিনি তার নিকটবর্তী। সে তার কাছে দৌড়িয়ে যায় ও নিজেকে তার উপর নিক্ষেপ করে এবং সেখানে পড়ে গিয়ে পিতার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে বলতে থাকে হে পিতা আমায় বাঁচাও! বাবা আমায় সাহয্য কর!! বাবা আমায় রক্ষা কর!!! চেয়ে দেখ তোমার ছেলের দিকে তার কি হাল হয়েছে, তার উভয় গন্ড দিয়ে কেমন করে অশ্রু ধারা বয়ে চলেছে। এসময় সে তার পিতাকে জড়িয়ে ধরেছে এবং ভয়ে তাকে শক্ত করে ধরে আছে। ওদিকে শত্রু তাকে অনুসন্ধান করছে এবং শেষে তার মাথার কছে এসে দাঁড়িয়েছে আর সে তার পিতাকে শক্তভাবে আঁকড়িয়ে ধরে আছে।

এ ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন এ পিতা তার সন্তানকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করে দিবে এবং তাকে ছেড়ে চলে যাবে? (কখনই নয়) তাহলে

আনপার কি ধারণা এমন সত্বা সম্পর্কে, যিনি সন্তানের উপর পিতা-মাতার দয়ার চাইতে স্বীয় বান্দার উপর অধিক দয়াশীল? যখন বান্দা তাঁর দরবারে ছুটে আসে এবং শত্রু থেকে পলায়ন করে। নিজেকে প্রভুর দরজায় নিক্ষেপ করে আর ক্রন্দনরত অবস্থায় তার চৌকাঠের কাদা-মাটিতে উভয় গন্ডকে ঘষতে থাকে এবং বলতে থাকেঃ হে প্রভূ আমার প্রতি দয়া কর, তুমি ছাড়া আমার উপর দয়াকারী আর কেউ নেই। সাহায্যকারী তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তুমি ছাড়া তার জন্য কোন আশ্রয় স্থল নেই। তুমি ছাড়া সহযোগিতা কারী আর কেউ নেই। তোমার দরবারে আমি একজন মিসকীন একজন অভাবী ও যাঞ্চাকারী। তুমিই এমকাত্র আমার সহায়, তোমার কাছেই আমার আশ্রয় স্থল। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও মুক্তির স্থান নেই।

সুতরাং হে ভাই আসুন! নেকী, পুণ্য ও কল্যাণের কাজে অগ্রবর্তী হোন। সৎ ব্যক্তিদের সহচর্য অবলম্বন করুন। সৎ পথ ও হেদায়াত প্রাপ্ত হওয়ার পর বক্রতা ও গুমরাহী হতে সতর্ক ও সাবধান হোন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে আছেন।

ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

রবিউল আউয়াল ১৪২১হিঃ

অনুগ্রহ পূর্বক বইটি পড়া হলে অন্যকে উপহার দিন অথবা এমন স্থানে রাখুন, যাতে করে মানুষ উপকৃত হতে পারে।